চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের
প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 28 July, 2020 ■ আগরতলা, ২৮ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ১৩ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা মোকাবিলায় গোটা বিশ্বের তুলনায় ভালো জায়গায় রয়েছে ভারত, দাবি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.)।। মুম্বই, কলকাতা এবং নয়ডায় অত্যাধুনিক করোনা নির্ধারণ পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআরের অধীনে এই অত্যাধুনিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি পরীক্ষাগার দিনে ১০ হাজার নমুনা পরীক্ষা করতে সক্ষম।

উদ্বোধন উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন এবং প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে।এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, দেশ সাহসের সঙ্গে করোনা মোকাবিলা করে চলেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত পরীক্ষাগার এর মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা দেশের আর্থিক কেন্দ্র। কয়েক কোটি মানুষ এখানে এসে কাজ করে।এই পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে পরীক্ষা করা সম্ভব। করোনা পরীক্ষার পাশাপাশি হেপাটাইটিস বিসি, এইচআইভি, ডেঙ্গু সহ অন্যান্য বহু রোগের চিকিৎসা হবে। দেশ সঠিক সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থা অনুকূলে। দেশে মৃত্যুর হার কম এবং সুস্থ হয়ে ওঠার হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি।কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই করোনা মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনায় মৃত্যু আরও চারজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। করোনা-আক্রান্ত আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে ত্রিপুরায়। এযাবৎকালের মধ্যে আজ একদিনে সর্বাধিক করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তবে, ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতি ত্রিপুরাবাসীকে আরও আতঙ্কে ফেলেছে। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। এ নিয়ে ত্রিপুরায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭।

সোমবার সন্ধ্যায় মন্ত্রী বলেন, আজ জিবি-র কোভিড হাসপাতালে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, গোমতি জেলার শান্তিপলি এলাকার বাসিন্দা মিণ্টুচন্দ্র সাহা (৮৪) আজ প্রথমে মারা যান। তিনি গত ২৩ জুলাই শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, গোমতি জেলার রাজারবাগ এলাকার বাসিন্দা নারায়ণচন্দ্র দেব (৭৫) আজ করোনা যুদ্ধে হেরে গেছেন। তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা নিয়ে গত ২৫ জুলাই ভরতি হয়েছিলেন। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

তৃতীয় করোনা আক্রান্ত দক্ষিণ জেলায় জোলাইবাড়ির বাসিন্দা পুলিন মজুমদারের (৭০) আজ মৃত্যু হয়েছে। তিনিও শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে গত ২৬ জুলাই ভরতি হয়েছিলেন। চতুর্থ করোনা আক্রান্ত সিপাহিজলা জেলার মেলাঘরের জনৈক ব্যক্তি আজ মারা গেছেন। তিনিও শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে গত ২৬ জুলাই ভরতি হয়েছিলেন বলে জানান রতনলাল নাথ।

এদিকে, সোমবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে জানিয়েছেন, এদিন নতুন করে আরও ১৪৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন মোট ৪০২৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে ১৪৭ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

তিনি জানিয়েছেন, আক্রান্ত ১৪৭ জনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৪০ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪১ জন, গোমতী জেলায় ২২ জন, খোয়াই জেলায় ১২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৮ জন, ঊনকোটি জেলায় ২ জন, ধলাই জেলায় ৯ জন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩ জন। অন্যদিকে, এদিন বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে সুস্থ হয়ে গেছেন ৯৩ জন।

নতুন সংক্রমিত ১৪৭ সুস্থ হলেন ৯৩ জন

করোনার সংক্রমণ রোধে তিনদিনের লকডাউন শুরু রাজ্যে, স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

লকডাউনের প্রথম দিনে চলাকালীন রাজধানী আগরতলা শহরে যানবাহান নিয়ন্ত্রণে ব্যস্থ পুলিশ। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। করোনা-র সংক্রমণ রুখতে ত্রিপুরায় ৩ দিনের লকডাউন শুরু হয়েছে। অবশ্য, রবিবার রাত ৯টা থেকেই কার্যত লকডাউন শুরু হয়ে গেছে। কারণ, কারফিউ শুরু হয়ে যাওয়ায় জরুরি পরিষেবা ছাড়া মানুষের বাড়ির বাইরে বের হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আজ সকাল থেকেই লকডাউনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলেছে। রাস্তাঘাট প্রায় শুনশান। বন্ধ দোকানপাট। বাস স্ট্যান্ডগুলি-তে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন রুটের যানবাহন। কয়েকটি বাজারে অল্পকিছু দোকান খুলেছে। একইসাথে করোনা-র খোঁজে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজ জোর কদমে চলছে।

প্রতিদিন সংক্রমণের সংখ্যাটা বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুও। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার ভোর ৫টা থেকে বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা অব্দি চলবে লকডাউন। কি কি লকডাউনের আওতায় থাকবে এবং কি কি থাকবে না ইতিমধ্যেই সরকারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, রবিবার থেকেই গোটা শহরে প্রচুর নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার মানিক দাস জানিয়েছেন, কোন জরুরি কাজ ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালাবে। যারাই বের হবে মোটর যানগুলিকে চেকিং এবং চালককে অবশ্যই প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। লকডাউনের দিনগুলিতে আইন যারা ভঙ্গ করবে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অন্যদিকে মাস্ক ছাড়া বের হলে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখলে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

সে-মোতাবেক আজ সকাল থেকেই পুলিশ নজরদারি চালিয়েছে। যান চালাক-দের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আগরতলা ছাড়াও সারা ত্রিপুরাতেই একইভাবে লকডাউন পালনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ এলাকাতেও জনজীবন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। মানুষ বাড়িঘরেই রয়েছেন।

এদিকে, সোমবার থেকে তিন দিনের লকডাউন হলেও বাজারগুলিতে এক-তৃতীয়াংশ দোকান খোলা রাখা হবে। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় এবং মেলাঘর বাজার ও ধলাই জেলার কমলপুর বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বাকি সমস্ত বাজার লকডাউনের দিনগুলিতে এবং লকডাউনের পর কিভাবে সরকারি নির্দেশিকা মেনে দোকান খোলা রাখা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা সংক্রমিতের খোঁজে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা শুরু রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। করোনার সংক্রমিতকে খুঁজে বের করার জন্য ত্রিপুরায় সমীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রত্যেক বাড়ি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাতে, করোনা-র লক্ষণ কিংবা ভ্রমণ ইতিহাস রয়েছে বা করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে ছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করা শুরু হয়েছে। আজ সকাল থেকেই ওই কাজ শুরু করেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীরা। সাতদিন ধরে ওই সমীক্ষার কাজ চলবে। তাতে মিশ্র সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধিতে চিন্তায় পড়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাই, সংক্রমিত-দের খুঁজে বের করতে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সারা ত্রিপুরায় প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। মূলত, সর্দি, কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, মধুমেহ রোগ, ক্যান্সার, হৃদরোগের সমস্যা, কিডনি রোগী-দের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে এন্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা করছেন ওই কর্মী-রা। এদিনের ওই কর্মসূচিতে মানুষের মিশ্র সাড়া পাওয়া গেছে। কারণ, অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করলেও, কিছু মানুষ অসহযোগিতা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এমনই অভিযোগে জানা গেছে, কোন কোন বাড়িতে সমীক্ষার জন্য যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় দাঁড়াতে হয়েছে সরকারি কর্মীদের। শুধু তাই, অনেকে তথ্য দিতেও তালবাহানা করছেন। ফলে, অনেকটা সময় অযথা নষ্ট হচ্ছে। জনৈক সরকারি কর্মী জানিয়েছেন, মানুষ এভাবে অসহযোগিতা করলে সমীক্ষার কাজ এক মাসেও সমাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, সকাল থেকে তিনি মাত্র ২১টি বাড়ি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

অবশ্য, সমীক্ষার কাজে গিয়ে ভিন্ন উদাহরণও রয়েছে। জনৈক সরকারি কর্মীর কথায়, সমীক্ষায় সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করছেন। আমাদের বেশিক্ষণ দাঁড়াতে না হয় সেদিকে নজর রেখে তাড়াহুড়ো করে সমস্ত তথ্য আমাদের জানাচ্ছেন। তাঁর কথায়, করোনা নিয়ে সকলেই যথেষ্ট সজাগ ও সচেতন। শুধু তাই নয়, সরকারকে সহযোগিতা-র মানসিকতাও রয়েছে তাঁদের।

বিশালগড়ে নদীতে উদ্ধার শিশুর মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুলাই।। বিজয় নদী থেকে উদ্ধার এক শিশুর মৃতদেহ। ঘটনা সোমবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীন রঘুনাথপুর ১০ নং ওয়ার্ডে। তবে শিশুটির কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন তারা নদীর তীরে গিয়ে দেখতে পান পাশের একটি জংলার মধ্যে দেহটি আটকে রয়েছে। মুহূর্তেই গোটা এলাকায় খবর ছড়িয়ে পরতে জড়ো হয় এলাকাবাসীরা। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোগ যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুলাই।। যাট বছরের এক বৃদ্ধের ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলো কমলাসাগর বিধানসভার মধুপুর থানার অন্তর্গত নগরপাড়া এলাকায়। বৃদ্ধের নাম শিশু সরকার।

জানা যায় দীর্ঘদিন যাবৎ রোগের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে আছেন তিনি। কখনো শ্বাসকষ্ট কখনো আবার মধুমেহ। তাছাড়া বর্তমানে কয়েক মাস যাবত দুটি চোখে দেখতে পায় না। শেষ পর্যন্ত রোগের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠে হয়ে সোমবার নিজের বাড়ির সামনেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। তার দুই ছেলে সন্তান এবং স্ত্রী রেখে গেছেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকার বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী তার বাড়িতে ছুটে যান এবং প্রয়াতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। জানা যায় দীর্ঘদিন যাবৎ শিশু সরকার সিপিএমের মধুপুর অঞ্চল কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করে গেছেন।

রেলে চাকুরীর টোপ দিয়ে ৫০ লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা, ধৃত তিন যুবক জেল হেফাজতে

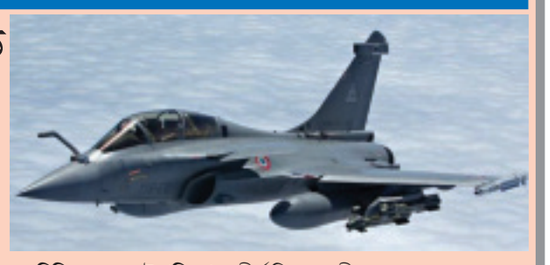

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ইস্টার্ন রেলওয়ে-তে চাকুরী পাইয়ে দেওয়ার প্রতারণার দায়ে ধৃত তিন যুবক-কে আজ আদালত ৮ আগস্ট পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠিয়েছে। রেলওয়েতে গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পদে চাকুরীর টোপ দিয়ে ৫০ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে।

এবিষয়ে জিরানিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার বলেন, রানিরবাজার এলাকার বাসিন্দা শুভম মজুমদার রেলওয়ে-তে চাকুরীর বিনিময়ে আর্থিক প্রতারণার মামলা করেন। ওই মামলায় তদন্তে নেমে আড়ালিয়া-র বাসিন্দা সুশান্ত কর্মকারকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে প্রচুর বেআইনি নথি উদ্ধার হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনিল ভৌমিক, সত্যব্রত বিশ্বাস এবং রজত বর্ধনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জিরানিয়া এসডিপিও বলেন, শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনিল ভৌমিক জামিন পেয়েছেন। বাকি তিনজনকে আজ আদালতে পেশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, তদন্তে উঠে এসেছে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা হয়েছে। ইতিমধ্যে চাকুরীর নামে প্রতারিত হয়ে আরও চারজন মামলা করেছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট সিটি প্রকল্পে উত্তর পূর্বাঞ্চলে শীর্ষে আগরতলা দেশেও এগিয়েছে স্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। স্মার্ট সিটি প্রকল্পে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১০টি শহরের মধ্যে আগরতলা শীর্ষস্থানে রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সারা দেশে ৭৪ থেকে টপকে ৫৬-তে ঠাঁই পেয়েছে। এখন পর্যন্ত ৮০ টি প্রকল্পে ১,৪৭৯ কোটি টাকা রাজধানী শহর আগরতলার উন্নয়নে খরচ হবে। তাতে ১৭২ কোটি টাকা এখন পর্যন্ত খরচ হয়েছে। কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চলতি জুলাই মাসে কেন্দ্র ৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

স্মার্ট সিটি প্রকল্পে জুলাই মাসে রাজ্যভিত্তিক সেরা শহরের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিকিমের নামসি শহর ৫৯ তম স্থান, মিজোরামের আইজল ৭৫ তম স্থান, নাগাল্যান্ডের কোহিমা ৭৯ তম স্থান, সিকিমের গ্যাংটক ৮০ তম স্থান, অসমের গুয়াহাটি ৮৩ তম স্থান, অরুণাচল প্রদেশের ইটানগর ৮৯ তম স্থান, মেঘালয়ের শিলং ৯২ তম স্থান, মণিপুরের ইমফল ৯৩ তম স্থান অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাট ৯৮ তম স্থান দখল করেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যালোচনা বৈঠকে আগরতলা স্মার্ট সিটি-র কাজের অগ্রগতি দেখে কেন্দ্রীয় শহর বিকাশ ও আবাসন মন্ত্রকের সচিব প্রশংসা করেছেন। ওই পর্যালোচনা বৈঠকে ত্রিপুরা সরকারের নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব কিরেণ গিত্তে এবং আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের সিইও ড় শৈলেশ যাদব উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার অবসান

ফ্রান্স থেকে উড়ল পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান ভারতে আসবে ২৯ জুলাই

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.)।। দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে ভারতে আসছে রাফাল যুদ্ধবিমান। সোমবার ফ্রান্সের মেরিগনাকে, দাসো অ্যাভিয়েশন ফেসিলিটি (বায়ুঘাঁটি) থেকে ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে অত্যাধুনিক পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান। ফ্রান্সে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার ফ্রান্স থেকে ভারতের উদ্দেশে উড়ে গিয়েছে পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান, ২৯ জুলাই হরিয়ানার আম্বালায় পৌঁছবে, তারপর ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দেবে এই পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান। ভারতের পৌঁছনোর আগে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমরা ভাল আছি, আপনারা ফিরে যান, গ্রামবাসীদের আপত্তিতে করোনার সমীক্ষা হল না রঙ্গিটিলায়

সোমবার রঙ্গিটিলার জনগণ পথ অবরোধ করে প্রশাসনের করোনার সমীক্ষায় বাধা দেন। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুলাই।। আমরা ভাল আছি। আপনারা ফিরে যান। করোনা সংক্রমিতদের খুঁজে সমীক্ষায় গিয়ে এভাবেই গ্রামবাসীদের বাধার সম্মুখীন হন স্বাস্থ্য কর্মী-রা। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে বসে থাকেন গ্রামের প্রমীলাবাহিনী। সমীক্ষায় আপত্তিতে তাঁরা এতটাই অনড়, জেলাশাসকও তাদের বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন। খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া মহকুমায় মুঙ্গিয়াকামী ব্লক-র অধীন রঙ্গিটিলা গ্রামের বাসিন্দারা আজ নিজেদের গ্রামে সমীক্ষা করতে দেননি।

ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমিতের খোঁজে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা শুরু হয়েছে। এমনই সমীক্ষায় গিয়ে রঙ্গিটিলার গ্রামবাসীদের বাধার সম্মুখীন হন স্বাস্থ্য কর্মীরা। এবিষয়ে চিকিৎসক ডাঃ দেবলীনা নাথ বলেন, আজ টিম নিয়ে রঙ্গিটিলা গ্রামে সমীক্ষার জন্য যাচ্ছিলাম। কিন্তু, পথে গ্রামবাসীরা আমাদের বাঁধা দেন। ফলে, আমরা গ্রামে ঢুকতে পারছি না। তিনি বলেন, গ্রামে কারোর করোনার সংক্রমণ হয়নি। তাই, স্বাস্থ্য কর্মীদের ফিরে যেতে বলেছেন তাঁরা।

এদিন গ্রামের প্রমীলা বাহিনী সমীক্ষায় বাঁধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চাকমাঘাট-নোনাছড়া পথ অবরোধ করেন। খবর পেয়ে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পুলিশের পদস্থ আধিকারিকও অবরোধস্থলে গিয়ে গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, তারা সমীক্ষায় আপত্তিতে অনড় থাকেন। প্রায় ৪ ঘন্টা পর খোয়াই জেলা শাসক স্মিতা মল সেখানে যান। মহিলাদের সাথে কথা বলেন। কিন্তু, তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জামজুড়ি বাজারে সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জুলাই।। সোমবার লক ডাউন এর প্রথমদিনেই গোমতী জেলার উদয়পুরের জামজুড়ি বাজারে সংঘবদ্ধ হামলায় আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। জানা যায়, জামজুড়ি ভিতরবাজারে কয়েকজন যুবক সংঘবদ্ধভাবে এক ব্যক্তির উপর হামলা চালায়। হামলায় তার পা ভেঙ্গে যায়। স্থানীয় লোকজনরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লেগেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামজুড়ি এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। হামলার সঠিক কারণ জানা যায়নি। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশটি লোকোমোটিভ ইঞ্জিন ভারত হস্তান্তর করল বাংলাদেশকে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.)।। করোনা ভারত-বাংলাদেশ সম্প্রীতির মেলবন্ধনে বাধা হতে পারেনি। ঈদের আগাম উপহার বাংলাদেশে পাঠাল ভারত। বাংলাদেশের ব্যবহারে জন্য ১০টি লোকোমোটিভ ইঞ্জিন আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দিয়েছে ভারত। ভিডিও কনফারেন্সের মধ্যমে রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং বিদেশ মন্ত্রী ডাঃ এস জয়শঙ্কর সবুজ পতাকা নেড়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে ওই ইঞ্জিন রওয়ানা করে দেন। এদিন এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রেল প্রতিমন্ত্রী সুরেশ সি আঙ্গাদি। বাংলাদেশ প্রান্ত থেকে রেল মন্ত্রী মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন এবং বিদেশমন্ত্রমন্ত্রী ডাঃ আবুল কালাম আবদুল মোমেন বাংলাদেশ সরকারের তরফে লোকোমোটিভ গ্রহণ করেন।

ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় এই লোকোমোটিভগুলির হস্তান্তর ২০১৮ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় করা প্রতিশ্রুতি পূরণের অঙ্গ হিসেবেই মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রয়োজনীয়তা মেনে লোকোমোটিভগুলি ভারত যথাযথভাবে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। এই লোকোমোটিভগুলি বাংলাদেশে যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেন, ১০ টি লোকোমোটিভ ইঞ্জিন বাংলাদেশে হস্তান্তর করার এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। শুধু তাই নয়, আমি জেনে খুশি হয়েছি উভয় দেশের মধ্যে পার্সেল এবং কনটেইনার ট্রেন শুরু হয়েছে। তা আমাদের ব্যবসায়ের জন্য নতুন সুযোগ উন্মুক্ত করবে বলে দাবি করেন তিনি। দুই দেশের মধ্যে রেলপথে বাণিজ্য চলাচল নিশ্চিত হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, কোভিড -১৯ অতিমারি চলাকালীন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৮৯ ◘ ২৮ জুলাই ২০২০ ইং ◘ ১২ শ্রাবণ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপর্য্যয়

দীর্ঘ করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষা মহলের আশঙ্কা করোনার জেরে হয়তো শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা নামিয়া আসিতে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এখনই সেই সমস্যা আঁচ করিয়া আগাম পরিকল্পনা করিতে হইবে। অন্যথায় সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর আকার ধারণ করিতে পারে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে করোনা আবহে ৬০ শতাংশের অধিক পরিবারের শিশুদের পড়াশোনায় ছেদ পড়িয়াছে।এই ধরনের সমীক্ষা চালাইয়াছে শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করা একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। প্রকৃতপক্ষে লকডাউন এর শুরু হইতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রহিয়াছে। কবে নাগাদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলিবে তাহার কোন ঠিক-ঠিকানা নাই।এই পরিস্থিতিতে অনলাইন ক্লাস শুরু করিয়াছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে সরকারি স্কুলের অনেক পরোয়াই অনলাইন ক্লাসের সুবিধা নিতে পারিতেছে না। এর পেছনে নানা কারণ রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া গ্রাম অঞ্চলের ৭৫ শতাংশের বেশি শিশু প্রথম প্রজন্মের। তাহাদের পক্ষে অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করা খুবই কষ্টকর। কারণ অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করা তাহাদের কাছে মারাত্মক অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পড়ুয়াদের অনেক অভিভাবকের কাছেই স্মার্টফোন ক্রয় করিবার মত সামর্থ্য নাই। স্মার্ট ফোন ক্রয় করিল অনলাইন ক্লাস করিবার জন্য যে পরিমাণ ডেটার প্রয়োজন সেই মূল্যের রিচার্জ করা অনেক পরিবারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ করা গেছে প্রথম দিকে অনলাইন ক্লাস শুরু করিল লকডাউন জনিত কারণে অর্থনৈতিক অসংগতি বাড়িতে থাকায় অভিভাবকদের পক্ষে ডেটা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক কারণেই অনেকের কাছে স্মার্টফোন থাকলেও ডেটার অভাবে অনলাইন ক্লাস করা সম্ভব হইতেছে না।শুধু তাই নয় গ্রাম অঞ্চলে রহিয়াছেন নেটওয়ার্কের মারাত্মক সমস্যা।নেটওয়ার্ক জনিত ত্রুটির কারণে অনেকক্ষেত্রেই ইচ্ছা থাকিলেও অনলাইন ক্লাস করা অসম্ভব হইয়া ওঠে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ইতিমধ্যেই অনলাইন ক্লাস ও টিভি চ্যানেলে ভরসা করিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য ফোনেও পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস করিতে শুরু করিয়াছেন। কিভাবে অনলাইন ক্লাস করিতে হইবে সে বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। অনলাইন এবং টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ক্লাস শুরু করিলেও তাহার নেট ফল কতখানি তাহা নিয়া যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। বিভিন্ন ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানা গিয়েছে পড়ুয়ারা স্কুলে ভর্তির সময় যেসব মোবাইল নম্বর দেয়া ছিল সেইসব অনেক ক্ষেত্রেই পাল্টাই গিয়াছে।এ ধরনের পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। অনেক বড় আর আবার স্মার্ট ফোন নাই। অনেকের পক্ষে স্মার্টফোন কেনার ক্ষমতা নাই। অনেক স্কুলে খোজ নিয়া দেখা গিয়েছে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ৩০০ হইলে স্মার্টফোন রহিয়াছে বড়জোর ৫০ছেলেমেয়েদের বাড়িঘরে। এই বিষয়ে তথ্য তল্লাশি করিয়া দেখা গিয়াছে অনেকের অভিভাবক দিনমজুরি করে কিংবা ঠিকা শ্রমিক হিসাবে কাজ করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। তাহারা কিভাবে স্মার্ট ফোন ক্রয় করবেন সেই প্রশ্নই বড় হইয়া উঠিয়াছে।

অনলাইন ক্লাস করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিকও রহিয়াছে। অনলাইন ক্লাসের জন্য বহু পড়ুয়ার মোবাইলের প্রতি আসক্তি বাড়িয়া গিয়াছে।অভিভাবকদের একাংশের অভিযোগ মোবাইল হইতে ক্লাস ওয়ার্ক হোমওয়ার্ক করিবার অসিলায় তাহার ছেলেমেয়েরা গেম খেলিতেছি চ্যাট করিতেছে। বর্তমানে অনেক পরিবারই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। মা বাবা অফিস কিংবা বাড়ির কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া ছেলেমেয়েরা টিভি কিংবা মোবাইল ফোন নিয়া সময় কাটাইতে অত্যুৎসাহী হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে চোখের নানা সমস্যা বাড়িয়া যাইতেছে। একটানা টিভি দেখা কিংবা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা চোখের পক্ষে খুবই বিপদজনক প্রবণতা। পড়াশোনার নির্দিষ্ট রুটিন না থাকিবার কারণে অভিভাবকদের কথা না শোনা, ধৈর্য কমে যাওয়া ইত্যাদি আচরণগত সমস্যা দেখা দিতেছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মানসিকভাবে ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠিতেছে ইহা হইতে মুক্তির উপায় কি? স্কুল বন্ধ থাকিবার কারণে ছাত্রছাত্রীরা ঘর হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না।শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আশঙ্কা দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকিবার কারণে বাচ্চাদের স্কুলে যাইবার অভ্যাস নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।পিছিয়ে পড়া এলাকা গুলির স্কুলগুলিতে স্কুল ছুটের সংখ্যা প্রত্যাশিতভাবেই বাড়িয়া যাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সমীক্ষায় এই আশঙ্কা ব্যক্ত করা হইয়াছে।প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে পরিযায়ী শ্রমিকরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে নিজ নিজ বাড়ি ঘরে ফিরিয়া গিয়েছেন।তাহাদের ছেলেমেয়েরা নতুন করিয়া স্কুলে ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবার আশংকা সবচেয়ে বেশি দেখা দিয়া ছে। ফলশ্রুতিতে ঐসব শিক্ষার্থীরা শিক্ষার অঙ্গ ন হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। সব মিলাইয়া শিক্ষা মহলের আশঙ্কা শিক্ষা ক্ষেত্রে হয়তো বড় ধরনের সমস্যা নামিয়া আসিতে পারে। সেই সমস্যা দূর করিবার জন্য এখন হইতেই সরকারকে এবং শিক্ষা দপ্তর গুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি হইয়া উঠিয়াছে। অন্যথায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় পঙ্গুত্ব নামিয়া আসতে বাধ্য হইবে। তাহাতে নতুন প্রজন্ম ভয়ঙ্কর সংকটের মুখোমুখি হইবে।

করোনা ওয়ারিয়রদের প্রতি অচ্ছুৎ মনোভাব বর্জন করতে হবে, বার্তা নার্সিং সংগঠনের

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.): সরকারি নির্দেশিকা সত্বেও নিজের পাড়ার মধ্যে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে করোনা ওয়ারিয়র নার্সদের। এ বিষয়ে সরব রাজ্যের নার্সিং সংগঠন। সম্প্রতি হুগলি জেলার চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে করোনায় আক্রান্ত সরকারি হাসপাতালে নার্স ও পরিবারের প্রতি চূড়ান্ত অমানবিক মনোভাব নিয়েছে পৌরসভা। বিগত ১৩ দিন ধরে নার্স এবং তার স্বামী বাড়ির মধ্যেই কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে। কিন্তু কোন পৌর কর্মী এসে বাড়ির আবর্জনা নিয়ে যাচ্ছে না। প্রশাসনের তরফ থেকে মেলেনি এখনও কোনও সহায়তা।একজন করোনা ওয়ারিয়রের প্রতি প্রশাসনের এইরকম নিষ্ক্রিয় মনোভাবের বিরুদ্ধে সরব নার্সিং সংগঠন।

নার্সেস ইউনিটির সভানেত্রী পার্বতী পাল জানিয়েছেন, করোনা ওয়ারিয়রদের নিচু নজরে দেখার প্রবণতা প্রথম দিকটায় ছিল। এর বিরুদ্ধে একাধিক ডেপুটেশন এবং আন্দোলন করার পরে এই প্রবণতা কমে গিয়েছে।এখনও বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জায়গায় রয়েছে। সাধারণের মধ্যে সচেতনতা অভাবের জেরে তৈরি হওয়া ভয় ও আতঙ্কের কারণেই এই ঘটনা ঘটে চলেছে। এগুলও কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিজ্ঞান ভিত্তিক মানসিকতার অভাব বড্ড বেশি।করোনা রোগীদের সেবা করতে গিয়েই ওই নার্স আক্রান্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সকলের উচিত সাহায্য করা। আর যদি করোনা ওয়ারিয়র কোনও নার্স রোগীদের চিকিৎসা করবে না বলে জানায় তখন পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠবে। একজন রোগী নিজেকে নার্সের হাতেই সপে দেয়। ফলে সেই দিক দিয়ে নার্সদের ভূমিকা অপরিসীম। পাশাপাশি সরকারি নির্দেশিকা কার্যকর করার জন্য যে ব্যক্তিকে আধিকারিক রূপে নিয়োজিত করা হয়েছে। সে কতটা যোগ্য তাও বিবেচনা করা দরকার। প্রশাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের জনবলের বিষয়টিও দেখা দরকার।এখন যা পরিস্থিতি তাতে করে যে কারোরই করোনা হতে পারে।ফলে করোনা ওয়ারিয়র নার্সদের পাশে প্রশাসন এবং স্থানীয়দের দাঁড়ানো উচিত।

করোনা কালেও প্রাসঙ্গিক মহাশ্বেতা দেবীর মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনা

শুভঙ্কর দাস

বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে অত্যুজ্জ্বল নাম মহাশ্বেতা দেবী। শিরদাঁড়া উঁচু করে আধিপত্যকামী শক্তির বিরুদ্ধে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিরন্তর লড়াই করে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর লেখনীতে সমাজের অবহেলিত, পদদলিত মানুষের কাহিনী উঠে এসেছে। তাই তিনি অনন্যা।তাঁর মৃত্যুহীন চেতনা এই করোনা সংকটকালের মধ্যেও নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ে যে সামাজিক বৈষম্য তীব্র আকার ধারণ করেছে সেখানে মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকর্ম মানুষকে নতুন করে পথ দেখাচ্ছে।

শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকর্ম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যতদিন শ্রমজীবী এবং দরিদ্র মানুষের ওপর বঞ্চনা থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার সাহিত্য বঞ্চিত মানুষকে প্রতিবাদের ভাষা দেবে। ভারতে আজও দৈনিক দুই ডলারের নিচে আয় করে জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ। এখনো দলিতদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। এই তীব্র অসাম্যের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্টি প্রাসঙ্গিক। সাহিত্য রচয়িতারা নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মানুষকে ভাবতে শেখায়। সাহিত্য পড়েই মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না এলে এই বৈষম্য মুছে যাওয়ার নয়। ভারতের সমাজে মানবিক উন্নতি না হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকর্মে প্রান্তিক শ্রেণির বিশেষ করে আদিবাসীদের উপর হওয়া শোষণ, বঞ্চনার কাহিনী বারেবারে উঠে এসেছে। নিজে আদিবাসীদের অধিকারের জন্য নিরন্তন লড়াই করে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের (মহিলা বিভাগ) বাংলার অধ্যাপিকা পম্পা হেম্ব্রম জানিয়েছেন, অন্যায়, অত্যাচার ও আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করে গিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী। দিকুদের (আদিবাসী নয় এমন জনজাতি) মধ্যে তিনি ছিলেন মানবিকতার মূর্ত প্রতীক। তার লেখায় প্রান্তিক মানুষের কথা উঠে এসেছে।

ইতিহাস বরাবর আধিপত্যকামী শক্তির কথা বলে। অর্থাৎ আধিপত্যকামী শক্তির অঙ্গুলি হেলনেই ইতিহাসের নির্মাণ হয়। মহাশ্বেতা দেবী বঞ্চিত, শ্রমজীবী, প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় এসে তিনি যখন আদিবাসী সমাজের সঙ্গে মিশছেন। তাদের সুখ-দুঃখের কথা নিজের অন্তঃস্থলে অনুভব করছেন তখনই তার কলম দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অপারেশন বসাই টুডু, শাল গিরার ডাকে, চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর, অরণ্যের অধিকার, কবি বন্দ্যঘটি গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যুর মত কালজয়ী সাহিত্যকর্ম। লোধা, শবর, মুন্ডা, গোন্ড, সাঁওতাল সহ আদিবাসী সমাজের কাছে তিনি মারাং দই বা বড়দিদি। প্রকৃত অর্থে তিনি বড় দিদির মতই আদিবাসী সমাজের অধিকারের জন্য লড়াই করে গিয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় ভারতবর্ষের যেখানেই আদিবাসীরা বঞ্চিত হয়েছে। তিনি সেখানে ছুটে গিয়েছেন। তাঁকে কোনদিনও বাম বা ডানপন্থী রাজনীতি করতে হয়নি। তিনি কোন তত্ত্ব খাড়া করেননি।

তিনি শুধু মানুষের নিরন্তন বঞ্চনা, শোষিত হয়ে যাওয়ার কাহিনী তুলে ধরেছেন। তাঁর অরণ্যের অধিকারে বিরসা মুন্ডা জননেতা হয়ে উঠেছেন। বসাই টুডুকে এক প্রতিবাদী চরিত্রে পরিণত করে তুলেছিলেন।

দলিতদের জন্য তাঁর কলম বারেবারে গর্জে উঠেছে।

আদিবাসী রমণীদের উপর অত্যাচার নিয়ে সরব হয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা পম্পা হেম্ব্রম জানিয়েছেন, আদিবাসী নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার লড়াইটাও তিনি লড়েছিলেন।

অনেক গল্প উপন্যাসে সেটা বারবার উঠে এসেছে।

তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ক্ষুধা। উপন্যাসটি যে কোনো সমাজই হোক না কেন নারীরা সব সময় তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আর তা যদি হয় আদিবাসী প্রান্তিক নারী। তবে সহজেই তারা আক্রান্ত হন। মহাশ্বেতার লেখনীতে ও আমরা তা পাই।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে মহাশ্বেতা দেবীর অভাবকে অনুভব করছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, প্রশাসনিক সদিচ্ছা থাকলে করোনা পরিস্থিতিকে রোখা যেত। আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে বা বিমানবন্দরে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করে এই মহামারীর বাড়বাড়ন্ত রোধ করা যেতে পারত। দেশজুড়ে যখন সিএএ, এনআরসি বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে ঠিক সেই সময় শাসক পক্ষের হাতে আশীর্বাদের মত দেখা দেয় করোনা।

জানুয়ারি থেকেই জানা গিয়েছিল যে চিনে করোনা তীব্র আকার ধারণ করেছে। কিন্তু বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিয়ে সেই সময় নমস্তে ট্রাম্প, রামনবমী করতে ব্যস্ত ছিল সরকার।

আসলে শাসকের কাছে জনগণ স্রেফ আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। যদি করোনায় ৩০ থেকে ৪০ কোটি মানুষ মারাও যায় তবে তাদের কিছু যায় আসে না। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যখন সরকার জনবিরোধী এবং পুঁজিবাদীদের পদলেহন করে চলেছে।তখন মহাশ্বেতা দেবীর অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। একমাত্র তিনিই পারতেন শিরদাঁড়া উঁচু করে প্রতিবাদে গর্জে উঠতে। বঞ্চিত, শোষিত মানুষের স্বপক্ষে সওয়াল করতে। কারণ বর্তমান সময় সিংহভাগ বুদ্ধিজীবী নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে। পূর্বের শাসকরাও শোষণ করে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমান শাসক দল তা দ্রুততার সঙ্গে করে চলেছে। মানুষ ভয়ে নতজানু হয়ে রয়েছে। রাজ নেতাদের প্রতি আস্থা হারিয়েছে জনগণ। শাসক দ্রুততার সঙ্গে প্রতিবিপ্লব করে চলেছে। মহাশ্বেতা দেবী থাকলে এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে বঞ্চিত মানুষের স্বপক্ষে সওয়াল করতে পারতেন। তাঁর লেখনী জোরে বাংলায় আন্দোলনের বীজ বপন হতে পারত যা পরবর্তী সময়ে গোটা ভারতে ছড়িয়ে যেত।

উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের কথা দরদ দিয়ে কোন লেখিকা যদি তুলে ধরেছিলেন তবে তাঁর নাম মহাশ্বেতা দেবী।

মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের বিলাস বৈভব, বিলাসী দুঃখের কোন জায়গা তাঁর সাহিত্যে নেই। আছে শুধু বঞ্চিত মানুষের আন্দোলন, প্রতিবাদ ও বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম। তাঁর হাজার চুরাশির মা আজও বলে চলেছে বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। মঙ্গলবার মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী। কিন্তু তাঁর লেখনীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় চেতনা আজও পথ দেখিয়ে চলেছে।

চিনা ও ভারতীয় কমিউনিস্টদের অসহয়তা

প্রবীর মজুমদার

ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আদর্শগত দ্বন্দ্বের কাল শেষ হয়েছে অনেকদিন আগেই। এখন আর আদর্শিক শিবিরের কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ তথাকথিত কমিউনিস্ট দেশ চিন আর যাইহোক সমাজতান্ত্রিক নয়। কিন্তু তাই বলে আজকের পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মোটেই থেমে নেই। দ্বন্দ্ব এখন মার্কিন মডেলের পুঁজিবাদের সঙ্গে চিনের মডেলের পুঁজিবাদের। বিশেষত এশিয়া এবং আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই দ্বন্দ্ব দৃশ্যমান হবে। সেকানে চৈনিক সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ লক্ষ্য করা যাবে। মার্কিন এবং চিনা পুঁজিবাদ মডেলের মধ্যে পার্থক্যও আছে। চিন মূলত পুঁজিবাদী এবং বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকলেও, তার কাছে মুখ্য বিষয় মুনাফা নয়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থেই প্রাধান্য পায়।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছে চিনা মডেলেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রকে আকর্ষণীয়। এর প্রধান কারণ হল, চিন কখনই অন্য কোনো দেশকে মানবাধিকার নিয়ে জ্ঞান দেয় না। কিংবা আঞ্চলিক সাংস্কৃতি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু চিন চিরকাল এইভাবে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। আজ নতুন কাল, নিজের স্বার্থরক্ষায় অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতেই হবে। আর তখনই তার ঔপনিবেশিক চরিত্র বেরিয়ে আসবে। চিন যে নতুন সামাজিক শক্তি হতে চলেছে, তার নজির আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। আফ্রিকার জিবুতিতে ইতিমধ্যে চিন সামাজিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। সেখান থেকে ভারত মহাসাগরে নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। চিনের ঋণ কূটনীতির শিকার হয়েছে শ্রীলঙ্কা। হাম্বানটোটা বন্দরের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা চিনের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে তারা। এই ঘটনায় চিন ও ভারতের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়েছে। এই বন্দরের সুযোগ নিয়ে চিন কার্যত ভারত মহাসাগরের মাঝাখানে নৌশক্তি বাড়াতে পেরেছে। কেনিয়ারও একই পরিণতি হতে চলেছে। অন্যদিকে পাকিস্তানে চায়না-পাকিস্তান ইকনমিক করিডর নিয়েও ভারতের ওপর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে। আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের মতো নয়, চিনের ঋণের শর্তবলী ভিন্ন ধরনের। চিনা ঋণের পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ জামানতরূপে রাখাতে হয়। যে সব সম্পদের দীর্ঘ মেয়াদে উচ্চমূল্য থাকে। উদাহরণ হিসাবে শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরের কথাই ধরা যাক, এটি ভারত মহাসাগরে ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার বাণিজ্যপথের সংযোগকারী বন্দর। বাজারমূল্যে বড় বড় প্রকল্পে ঋণ দিয়ে থাকে। এতে যেমন স্বচ্ছতা থাকে না, তেমনি পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষার বালাই থাকে না। ওদিকে চিন ভূমধ্যসাগরে ৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারে নগদ অর্থের ঘাটতিতে থাকা গ্রিসের কাছ থেকে বিপায়েয়ুম বন্দর কিনে নিয়েছে, যেটা ইউরোপে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে 'ড্রাগন হেড' হিসাবে কাজ করবে। অন্যদিকে আফ্রিকার উগান্ডাও জাম্বিয়ায় চিন বিপুল পরিমাণ সম্পদ কিনেছে। শুধু আফ্রিকা নয়, ইউরোপের ইতালি, সার্বিয়া, গ্রিস ও এমনকী গরিব দেশে পরিকঠামো নির্মাণ এবং অর্থ লগ্নি করে চিন সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের সুবিধাজনক ব্যবহার দাবি করে। তার মধ্য যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, তেমনি বন্দর আছে।

শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, চিনের অর্থ লগ্নি যেকোনো দেশকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখতে পারে। অনুদান বা বিশেষ ঋণ না দিয়ে চিন জার্মানিতেও সম্পদ কিনেছে তারা। এই বিনিয়োগ যেকোনো সময় ঋণ ফাঁদ হতে পারে এই দেশগুলির জন্য। এই প্রসঙ্গে সাবেক সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের কথায় আসি। এক সময় তারাও বিরাট ঔপনিবেশিক শক্তি হয়ে উঠেছিল। লেনিন একতরপা ঘোষণা করেছিলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়ার কোনো উপনিবেশ ধরে রাখবে না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্তালিন ইউরোপের অর্ধেক করায়ত্ত করেন। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ দেশ থেকে তারা পশ্চিপন্থী সরকারকে উৎখাত করতে সাহায্য করে। তখন তাদের অসংখ্য লেজুড় রাষ্ট্র ছিল। চিনও একসময় এই পথেই হাঁটবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ-এ অতীতের । পদদ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই পথে যেমন পণ্য যাবে, তেমনি সেনাও যেতে পারে। ঔপনিবেশিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও বাণিজ্যের পথ ধরে সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অনেক ঐতিহাসিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ইতিহাসের সেষ দেখতে পেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বুধি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে আদর্শিক লড়াইয়ের অবসান হল। কিন্তু চিনা সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছে। তিয়েনআনমেনের যুব বিক্ষোভ থেকেও তারা বড় শিক্ষা নিয়েছে। মুক্তবাজার বা নব্য উদারনীতিরসুবিধা কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রে পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণে এক নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে চিন। চিনা প্রেসিডেন্ট সি জিনপিংয়ের ভাষায় এটা হল চিনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্র। মুক্তবাজারে প্রবেশ করলেও উদার গণতন্ত্র বা সংসদীয় গণতন্ত্রে ধারে ধারে চিন কখনও আসার কথা ভাবেনি। একে বলে রাজনৈতিক পুঁজিবাদ। এদিকে করোনা-উত্তর সময়ে এবং বর্তমানে দেশজুড়ে বর্ণবাদী অশান্ত্রি জেরে মার্কিন, মুলুক টালমাটাল। কিছুটা হলেও বিপর্যস্ত মার্কিনী অর্থনীতি। সেই দিকে তাকিয়ে বলা যেতে পারে, আগামী শতক হবে এশিয়ার। এ ক্ষেত্রে চিনের ভূমিকাই প্রধান। এই দৌড়ে কিছুটা হলেও আছ ভারত-চিন-ভারত দ্বন্দ্ব নতুন যুগকে কিছুটা অনিশ্চত করে তুলতে পারে। এশিয়া দৈত্য হবার পথে ভারতই প্রধান বাধা চিনের সামনে। তাই সামরিক আগ্রাসনের ভয় দেখিয়ে ভারতকে নিরস্ত করার ক্রমাগত চেষ্টা চিন চালিয়ে যাচ্ছে বিগত বেশ কিছুদিন ধরে।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করা ভারতীয় কমিউনিস্টরা চিনা সাম্রাজ্যবাদের বিরেদ্ধে কোনোরকম না কাড়েননি আজ পর্যন্ত। আজ যখন কমিউনিস্ট শাসিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পথিক চিন ভারতকে হুমকি দিচ্ছে, পাশাপাশি প্রতিবেশী পাকিস্তান-নেপাল-শ্রীলঙ্কা-মায়ানমারকে পুঁজির প্রভাবে নত করছে, দক্ষিণ চিন সাগরের দুর্বল দেশগুলোর বিরুদ্ধে জনশূন্য দ্বীপের দখল নিয়ে আগ্রাসন চালাচ্ছে কিংবা আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশে অর্থনৈতিক নব্য উপনিবেশবাদ অনুশীলন করছে, তখন ভারতীয় কমিউনিস্টদের মুখে কুলুপ। দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে চিনের বিরুদ্ধে এখন মুখ না খুললে আর কবে তাঁরা মুখ খুলবেন? সীমান্তে চিনের সৈন্য সমাবেশকে যতই তাঁরা নরেন্দ্র মোদির ভোটের রাজনীতি বলে উড়িয়ে দিন, আসলে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তাঁদের দীর্ঘ নীরবতা ক্রমশ তাঁদের জনবিচ্ছিন্ন করে দেবে। আর সেখানেই তাঁদের বড় অসহায় বাস্তব বিমুখতা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহারাজগঞ্জ বাজার কমিটির উদ্যোগে সবজি ব্যবসায়ীদের হাতে মাস্ক ও সিল্ড তুলে দেওয়া হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৭।। বাংলাদেশে ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ফাইওভারসহ অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

সোমবর সংসদ ভবনের সরকারি বাসভবন থেকে ঈদকে সামনে রেখে গাজীপুরের সড়ক বিভাগ, মেয়র, সংসদ সদস্য ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এ নির্দেশনা প্রদান করেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'ইতোমধ্যে উন্নয়ন কাজগুলো সাময়িক বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছি। সমন্বিতভাবে সবাইকে ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করার জন্য কাজ করতে হবে।' তিনি বলেন, টঙ্গী থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা এবং বাইপাস, নবীনগব. -চন্দ্রা, ভোগড়া-চন্দ্রা-কালিয়াকৈর-এলেঙ্গা করিডোর পর্যন্ত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা যথাযথ রাখতে হবে। এতে ঘরমুখো মানুষের ভোগান্তি কম হবে। ঈদের আগের দুই দিন গাজীপুর এলাকার গার্মেন্টসগুলো ছুটি হওয়ায় যাত্রীদের চাপ বেড়ে যায়। তাই বিজিএমইএ এর সঙ্গে পরিকল্পনা করে বাড়তি চাপ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে হবে। হাইওয়ে পুলিশের উদ্দেশে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, রাস্তায় হঠাৎ গাড়ি বিকল হয়ে যেতে পারে। বৃষ্টি হচ্ছে। তাতে সমস্যা হতে পারে। যানজট হতে পারে। তাই রেকারসহ অন্যান্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। ঈদের আগে টেম্পু, রিকশা-ভ্যান, অটোরিকশা কোনোভাবেই চলতে দেওয়া যাবে না। মহাসড়কে নজরদারি বাড়াতে হবে। ঢাকার প্রবেশ এবং বের হওয়ার পথগুলোতে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।' সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালানোর জন্য পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের প্রতি আহবান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাবেন না। অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন করবেন না। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। সবার মাস্ক পরা নিশ্চিত করতে কাজ করতে হবে পুলিশ, ট্রাফিক বিভাগসহ অন্যান্য সংস্থাগুলোকে। না হয় ঈদযাত্রা অনেকের জন্য অন্তিম যাত্রার ঝুঁকি নিয়ে আসবে। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানের ধারাবাহিকতায় আবারও বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমন্বয় কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবকদের সম্পৃক্ত করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাব

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৭।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় যুবকদের জন্য স্থিতিশীল ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ধারণা ও উদ্ভাবনেরে্রে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সোমবার বিকেলে দু'দিন-ব্যাপী 'ঢাকা-ওআইসি ইয়থ ক্যাপিটাল ২০২০' এর অনুষ্ঠান ভার্চুয়ালি উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান।

বিশে করোনা ভাইরাসে সোমবার সকাল পর্যন্ত ৬ লাখ ৫২ হাজার ৬০৪ জন মৃত্যুবরণ করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা এই মহামারি কবল থেকে মানবতার মৌলিক অস্তিত্ব রায় বিশ্ব্যাপী আরো সহযোগিতারও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যুবকদের স্থিতিশীল ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ধারণা ও উদ্ভাবনেরে্রে নিজেদের সম্পৃক্ত করার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। প্রাণবন্ত যুবকরা তা দেখাতে সম হবে বলে আমরা আশা করি।' সেইসঙ্গে তিনি 'সমতা ও সমৃদ্ধি : একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যতের জন্য' এই শিরোনামে দু'দিন ব্যাপী 'রেসিলেন্ট যুব নেতৃত্ব শীর্ষ সম্মেলন'রও উদ্বোধন করেন। শেখ হাসিনা বলেন, এটা দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের লালিত মানুষ এই মহামারির সঙ্গে ভালোভাবেই লড়াই করছে। তিনি বলেন, 'তাই আমাদের অবশ্যই দৈনন্দিন জীবনে মৌলিক প্রকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।' কোভিড-১৯ সঙ্কট জলস্রোতেধারা অভিহিত করে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী মহামারি পরবর্তী বৈশিষ্ক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা পুনর্গঠনের' জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতি বৈশিষ্ক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা পুনর্গঠনের'ে্র দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন এভাবে হতে পারে- প্রথমত: উদ্বেগের কারণে সুরাবাদের নামে বাণিজ্যিকে্র আরও নিয়ন্ত্রণ, অভিবাসন ও ভিসা নীতিমালায় আরো কঠোর হতে পারে। তবে, এটি মহামারি মোকাবিলার জন্য বৈশিষ্ক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরে।

দ্বিতীয়ত: এটা পরিস্কার যে কোভিট-১৯ এর কারণে অর্থনৈতিক তি ২০০৮-২০০৯ এর অর্থনৈতিক সঙ্কটকে ছাড়াবে। তবে, নেটওয়ার্কযুক্ত অর্থায়ন ও সম্পদ সৃষ্টির নতুন মাত্রা যোগ করবে।

তৃতীয়ত: এরূপ অর্থনীতির ওপর এতবড় অভিঘাত গত কয়েক দশকেও দেখা যায়নি। শুধুমাত্র ১০ এপ্রিলের মধ্যে বিশ্বের সরকারগুলো বিশ্ব্যাপী ১০. ৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি উদ্দীপনা পরিকল্পনা ঘোষনা করেছিলো। এটি আটটি মার্শাল প্লানের সমতুল্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি সর্বত্র — সরকার, প্রাইভেট সেক্টর, আন্তর্জাতিক কমিউনিটি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে অস্বাভাবিক দাবি জানাচ্ছে। তিনি বলেন, 'একটি সঙ্কটের সময়ে কি ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োজন তা পুননির্ধারিত পরিকল্পনায় হয় না বরং এই প্রক্রিয়ায় জড়িত মানুষের আচরণ ও মানসিকতায় তা গড়ে ওঠে।' শেখ হাসিনা বলেন, কোভিড-১৯ চূর্ণবিচূর্ণ মাত্রার রৌপ্য রেখা তুল্য ঠুনকো বাধাগুলি দূর করে কর্মে্রে উদ্ভাবনের গতি ও মাত্রা যোগ করতে বাধ্য করছে। 'এর বিকল্প হিসেবে আমরা অর্থনীতিতে শক্ত অবস্থান নিতে পারি এবং এই বিপর্যস্থ পরিস্থিতিতে সবধরণের বাধা মোকাবিলা করে আমরা উদ্ভাবনের জন্য নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে নমনীয়তা ও গতিশীলতা আনতে পারি।' তিনি আরও বলেন, প্রবাদবাক্য এই পরিস্থিতিকে 'সোনার গড়' হিসেবে নিতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জনসংখ্যা ব্যবসা ও কৃষেিত্রর দূর্বলতা কাটিয়ে উঠতে ১২. ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘোষণা করেছে যা জিডিপির ৩.৭ শতাংশ। তিনি বলেন, খাদ্যে নিরাপত্তা অর্জন, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন উন্নতি ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও নারী মতায়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, আগামী তিন দশকে বিশ্বব্যাপী তিনটি দ্রুততম ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির একটি হিসেবে বিশ্বব্যাপী মূল্যায়ন অভিপেণ বাংলাদেশের দিকে। তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ২৬ তম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ২৩ তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর জন্য তার সরকারের ভিশন-২০২১ এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি শুধুমাত্র ৫৩ মিলিয়ন তরুণের ডিজিটাল সৃজনশীলতা উন্মোচনের নীলনকশা নয়, বরং এটি বাংলাদেশের প্রাক-কোভিড-১৯ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮.১৩ শতাংশ পর্যন্ত দ্রুত ট্র্যাক করতে সম হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ মিয়ানমার থেকে জোর পূর্বক বাস্তুচ্যুত ১১ লরেও বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। তিনি ওআইসি এবং এর সকল সদস্য রাষ্ট্রকে বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত এই জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের উদার সহায়তা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান।তিনি বলেন, নিয়মতান্ত্রিকভাবে অস্বীকার করা সত্ত্বেও, আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্যে তাদের মাতৃভূমিতে তাদের নিরাপদ, সুরতি এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।

শেখ হাসিনা 'ঢাকা, ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০' অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের জন্য আয়োজকদের উষ্ণ অভিনন্দন জানান এবং ঢাকাকে ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য ইসলামিক কোঅপারেশন ইয়ুথ ফোরামকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন (ওআইসি) সারা বিশ্বের ১.৮ বিলিয়নেরও বেশি মানুষের আকাঙ্খার প্রতীক। তিনি বলেন, ১৯৭৪ সালে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যোগদানের সময় থেকে আমরা সবসময় ওআইসির দিকে তাকিয়ে থাকি তার দৃঢ় নীতি, মানবতার প্রতি সহানুভূতি এবং নীতি নৈতিক দিক নির্দেশনার প্রতি সহানুভূতির জন্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু তারুণ্য, পৌরুষ এবং প্রাণশক্তির প্রতীক। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় অদম্য তারণ্যের শক্তি দিয়ে একটি সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর, উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার ছাত্র জীবন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি আদর্শ জীবন হতে পারে। যেহেতু, তিনি একজন খেলোয়াড়, নিষ্ঠাবান ছাত্র এবং একই সঙ্গে অবিচার এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে একজন বীরযোদ্ধা ছিলেন। শেখ হাসিনা ঢাকা, ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০' এর আয়োজকরা এই মহান নেতার চিরন্তন আদর্শের প্রকৃত চেতনাকে সম্মান জানাতে 'বঙ্গবন্ধু গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ওআইসি মহাসচিব ইউসুফ বিন আহমেদ আল-ওছাইমেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন, আজারবাইজানের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী আজাদ রহিমভ, কাতারের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রী সালাহ বিন গনিম আল আলী, , ইসলামিক কো অপারেশন ইয়ুথ ফোরামের সভাপতি তাহা আইহান এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এ সময় বক্তব্য রাখেন। এর আগে কাতারের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রী ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দোহা থেকে ওআইসি যুব রাজধানী চাবি ঢাকায় হস্তান্তর করেন।

৭৪টি দেশের ১ হাজার ২ শ'-র বেশি তরুণ এতে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল।

যুব সম্মেলনে অংশগ্রহণ, যার মধ্যে আয়োজক কমিটি ২ শ' ৫০ জন অংশগ্রহণকারীকে সংপ্তি তালিকাভুক্ত করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ১ শ' জন এবং ওআইসি সদস্য রাষ্ট্র এবং এর বাইরে আরও ১ শ' ৫০ জন অংশগ্রহণকারীকে সংপ্তি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এদিকে, নারীর মতায়নে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটিয়ে যথাযথ লিঙ্গ ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। গত ২৫ ডিসেম্বর ইস্তাম্বুল ভিত্তিক ইসলামিক কোঅপারেশন ইয়ুথ ফোরাম (আইসিওয়াইএফ) ঢাকাকে 'ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০' হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশ গত বছরের মে থেকে প্রত্যাশিত শিরোপার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল এবং অবশেষে ২৫ ডিসেম্বর তারিখে শিরোপা জয়ের আগে পর্যন্ত আইসিইএফ কর্তৃক কাজাখস্তান এবং তিউনিশিয়াসহ সংপ্তি তালিকাভুক্ত ছিল।

কভিড-১৯: বাংলাদেশে একদিনে মৃত্যু ৩৭, শনাক্ত ২৭৭২, পরীা ১২৮৫৯

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৭।।বাংলাদেশে একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও ৩৭ জন। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন দুই হাজার ৯৬৫ জন। একই সময়ে ১২ হাজার ৮৫৯টি নমুনা পরীা করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আরও দুই হাজার ৭৭২ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। পরীা বিবেচনায় শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৫৬ শতাংশ। এ নিয়ে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দুই লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জনে দাঁড়াল।

সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দৈনন্দিন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় দুই হাজার ৭৭২ জন শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন আরও ৩৭ জন। তাদের মধ্যে ২৬ জন পুরুষ ও ১১ জন নারী। বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে তাদের মধ্যে একজনের বয়স ২১-৩০ বছরের মধ্যে, একজনের বয়স ৩১-৪০ বছরের মধ্যে, সাত জনের বয়স ৪১-৫০ বছরের মধ্যে, সাত জনের বয়স ৫১-৬০ বছরের মধ্যে, ১২ জনের বয়স ৬১-৭০ বছরের মধ্যে, আট জনের বয়স ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ও একজনের বয়স ৮১-৯০ বছরের মধ্যে। দেশে এখন পর্যন্ত করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন দুই হাজার ৯৬৫ জন। তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও এক হাজার ৮০১ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এক লাখ ২৫ হাজার ৬৮৩ জন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ১১ লাখ ২৪ হাজার ৪১৭টি নমুনা পরীা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয়, দেশে মোট পরীা বিবেচনায় শনাক্তের হার ২০ দশমিক ১২ শতাংশ। আর মোট শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ ও মৃত্যুর হার এক দশমিক ৩১ শতাংশ।

উল্লেখ্য, গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় বলে জানায় সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)। আর ১৮ মার্চ প্রথম একজনের মৃত্যুর সংবাদ জানানো হয়।

অসমে সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তির বৃহৎ কেলেংকারি, উচ্চস্তরীয় তদন্তের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র মমিনুল আওয়ালের

গুয়াহাটি, ২৭ জুলাই (হি.স.) : অসমে সংখ্যালঘু ছাত্র বৃত্তির বৃহৎ অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনায় সমগ্র রাজ্যজুড়ে তোলপাড় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন অসম রাজ্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া। সাংবাদিক সম্মেলনে মমিনুল আওয়াল বলেন, গত চার বছরে ছাত্রছাত্রীর বৃত্তির জন্য ৫০০ কোটি টাকার বেশি অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল। বরাদ্দকৃত সেই অর্থের অধিকাংশই আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে।

বৃহৎ অর্থ আত্মসাৎ করার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষক, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সেবাকেন্দ্র, জেলা নোডেল অফিস থেকে শুরু করে একটি চক্র অত্যন্ত কৌশলে ছাত্রছাত্রীর জন্য বরাদ্দকৃত কয়েকশো কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। বৃহৎ অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় একটি চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষকরা সংযুক্ত রয়েছেন। এ বিষয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে একটি স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। স্মারকপত্রে সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তির বৃহৎ কেলেঙ্কারির তদন্তের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানিয়ছেন বোর্ডের অধ্যক্ষ সৈয়দ মমিনুল আওয়াল।

স্মারকপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে পোস্টমেট্রিক স্কোলারশিপ বাবদ ৮৭ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৩৭ টাকা, মেরিট কাম মিনস-এর ৪৮ কোটি ৯০ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৬৭ টাকা এবং প্রিমেট্রিক স্কলারশিপ বাবদ ৩৬৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৭২ টাকা নিয়ে সর্বমোট ৫০১ কোটি ৪০ লক্ষ ৪ হাজার ৪৭৬ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রছাত্রীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে আত্মসাৎ করেছে একটি দুষ্ট চক্র।

ওই বৃহৎ কেলেঙ্কারিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় সবধরনের প্রক্রিয়ায় পদক্ষেপ নেওয়া হবে জানান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, সামাজিক সংগঠন এবং জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান অধ্যক্ষ আওয়াল। ছাত্রবৃত্তি আত্মসাৎ বিষয়ক ইতিমধ্যে উত্থাপিত অভিযোগ এবং নতুন করে ছাত্র বৃত্তি আত্মসাতের যে কোনও ঘটনা নজরে পড়লে তাৎক্ষণিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডকে অবগত করালে বোর্ডের পক্ষে তৎপরতার সঙ্গে বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান অধ্যক্ষ আওয়াল।

অসমে সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তির বৃহৎ কেলেংকারি, উচ্চস্তরীয় তদন্তের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র মমিনুল আওয়ালের

গুয়াহাটি, ২৭ জুলাই (হি.স.) : অসমে সংখ্যালঘু ছাত্র বৃত্তির বৃহৎ অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনায় সমগ্র রাজ্যজুড়ে তোলপাড় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন অসম রাজ্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া। সাংবাদিক সম্মেলনে মমিনুল আওয়াল বলেন, গত চার বছরে ছাত্রছাত্রীর বৃত্তির জন্য ৫০০ কোটি টাকার বেশি অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল। বরাদ্দকৃত সেই অর্থের অধিকাংশই আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে।

বৃহৎ অর্থ আত্মসাৎ করার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষক, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সেবাকেন্দ্র, জেলা নোডেল অফিস থেকে শুরু করে একটি চক্র অত্যন্ত কৌশলে ছাত্রছাত্রীর জন্য বরাদ্দকৃত কয়েকশো কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। বৃহৎ অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় একটি চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষকরা সংযুক্ত রয়েছেন। এ বিষয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে একটি স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। স্মারকপত্রে সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তির বৃহৎ কেলেঙ্কারির তদন্তের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানিয়ছেন বোর্ডের অধ্যক্ষ সৈয়দ মমিনুল আওয়াল।

স্মারকপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে পোস্টমেট্রিক স্কোলারশিপ বাবদ ৮৭ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৩৭ টাকা, মেরিট কাম মিনস-এর ৪৮ কোটি ৯০ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৬৭ টাকা এবং প্রিমেট্রিক স্কলারশিপ বাবদ ৩৬৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৭২ টাকা নিয়ে সর্বমোট ৫০১ কোটি ৪০ লক্ষ ৪ হাজার ৪৭৬ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রছাত্রীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে আত্মসাৎ করেছে একটি দুষ্ট চক্র।

ওই বৃহৎ কেলেঙ্কারিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় সবধরনের প্রক্রিয়ায় পদক্ষেপ নেওয়া হবে জানান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, সামাজিক সংগঠন এবং জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান অধ্যক্ষ আওয়াল। ছাত্রবৃত্তি আত্মসাৎ বিষয়ক ইতিমধ্যে উত্থাপিত অভিযোগ এবং নতুন করে ছাত্র বৃত্তি আত্মসাতের যে কোনও ঘটনা নজরে পড়লে তাৎক্ষণিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডকে অবগত করালে বোর্ডের পক্ষে তৎপরতার সঙ্গে বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান অধ্যক্ষ আওয়াল।

মঙ্গলবার গহপুর সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল

গহপুর (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : আগামীকাল, মঙ্গলবার শোণিতপুর জেলার গহপুর সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এদিন গহপুর পুলিশ থানার পুরনো ভবন উদ্বোধন করবেন তিনি। গহপুর থানায় শহিদ কনকলতা এবং মুকুন্দ কাকতির স্মৃতিতে পুরনো ভবনটি রাজ্যের নৃতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ছয়ের পাতায়

নিজের শক্তিতেই মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি, আশা জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.): নিজের দমেই রাজ্যে ফের ক্ষমতায় আসার তৈয়ারি শুরু করুক কার্যকর্তারা। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মহারাষ্ট্র বিজেপির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই বার্তাই দিলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।

সোমবারের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত দাদা পাটিল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর, দলের সাংগঠনিক নেতা বি সতীশ সহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। এ দিনের বৈঠকে জগত প্রকাশ জানিয়েছেন, গোটা দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতি অত্যন্ত কুশলতার মধ্যে দিয়ে সামলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।সঠিক সময় লকডাউন জারি করার ফলে বড় ধরণের বিপদ এড়ানো গেছে।চিকিৎসার দিক দিয়ে উন্নত ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সঠিক সময় লকডাউন জারি না করার ফলে সেখানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল করোনা।দেশের অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা করার জন্য ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনমুখি প্রকল্পের খবর সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। সরকারের এই ব্যর্থতার খবর জনগণ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।আগামী দিনে নিজের বলে মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় আসতে হবে বিজেপিকে। করোনা কালে বিজেপি কর্মীরা যেভাবে সেবা কার্য চালিয়েছে তার প্রশংসা করেছেন জগত প্রকাশ।

বন্যায় চরম দুর্ভোগে গোয়ালপাড়ার জলেশ্বর এলাকার বাসিন্দারা

গোয়ালপাড়া (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : অসমের বিভিন্ন এলাকা থেকে বন্যার জল নামছে। কিন্তু এর রেশ এখনও কাটেনি গোয়ালপাড়ার বিভিন্ন এলাকা। গত ৬ জুলাই বন্যার জলের প্রবল স্রোতে গোয়ালপাড়া জেলার জলেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের শিলারভিটায় নদীবাঁধের ২ কিলোমিটার ভেঙে গেছে। ফলে বাঁধ সংলগ্ন সমস্ত ঘরবাড়ি জলের স্রোতে ভেসে গেছে। এতে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে না খেয়ে দিন রাত কাটাচ্ছেন স্থানীয় মানুষ।

এদিকে আবার গোয়ালপাড়া জেলা প্রশাসন প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছে, বন্যা দুর্গতদের যথেষ্ট পরিমাণে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। অন্যদিকে বন্যা দুর্গতদের মন্তব্য একেবারেই উল্টো। তাঁদের অভিযোগ, গত ২০ দিন ধরে বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়ে আছেন তারা। একদিন মাত্র স্থানীয় বিধায়ক এসে এক প্যাকেট বিস্কুট হাতে ধরিয়ে দিয়ে দায়িত্ব সেরে গেছেন। সরকারের কাছ থেকে কোনও ধরনের ত্রাণ সাহায্য তাঁরা পাননি। বর্তমানে জলেশ্বরের প্রায় ৯০ শতাংশ গ্রাম জলের নীচে। রাস্তাঘাটের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রের জলের প্রবল স্রোত। নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে কোনও মতে প্রাণ হাতে নিয়ে বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। একদিকে অতিমারি করোনার আতঙ্ক, তার ওপর বন্যার তাণ্ডবে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে দিন রাত কাটাচ্ছেন বন্যা দুর্গতরা। বন্যা দুর্গতদের চোখের জল ও বন্যার জল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

সোমবার কাছাড়ে ৪৯ জন করোনা পজিটিভ, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২৫০

শিলচর (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : কাছাড়ে আজ সোমবার বিকেল পর্যন্ত ৪৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এঁদের মধ্যে ৩৮ জনের ফল জানা গিয়েছে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে এবং ১১ জন ল্যাবরেটরি টেস্ট (আরটিসিপিআর)-এ।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরী জানান, আজকের আক্রান্তদের বেশিরভাগই জেলার ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের এবং তাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত রয়েছে। একই সঙ্গে হোম কোয়ারান্টেইনে থাকা কয়েকজনের দেহেও করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে।

রবিবার এই সংখ্যা ছিল ৫৩। তবে এর আগ এক সপ্তাহ প্রায় প্রতিদিন শতাধিক লোক পজিটিভ হয়েছেন। বর্তমানে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ১,২৫০ জন। এদিকে নমুনা সংগ্রহের দিনই পজিটিভকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে অনেকটা বেগ পেতে হচ্ছে ল্যাবরেটরির অভাবে। এবার কোভিড টেস্টের জন্য দ্বিতীয় ল্যাবরেটরি অনুমোদনের অপেক্ষায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মঞ্জুরিও মিলেছে। এখন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর অনুমোদনের অপেক্ষায় বলে জানিয়েছেন উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত।

ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানান, বর্তমানে একটি ল্যাব রয়েছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে ১ হাজার নমুনা সংগ্রহ করা হলে পরীক্ষা হয়েছে ৯০০টি। এ ভাবে প্রতিদিন কিছু বাকি থাকায় রিপোর্ট পাওয়া পিছিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ অসমের ৪ জেলায় আইসিএমআর অনুমোদিত ল্যাবরেটরি একটিই। শিলচর মেডিক্যাল কলেজের এই ল্যাবে ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর থেকেও কখনও নমুনা পাঠানো হয়। আইসিএমআর-এর অনুমোদন পেলেই মেশিন কিনে দ্রুত দ্বিতীয় ল্যাব চালু করা হবে। এতে প্রতিদিনই নমুনা পরীক্ষা করে রেজাল্ট দিতে তাঁরা সক্ষম হবেন বলে জানান তিনি।

বন্যায় চরম দুর্ভোগে গোয়ালপাড়ার জলেশ্বর এলাকার বাসিন্দারা

গোয়ালপাড়া (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : অসমের বিভিন্ন এলাকা থেকে বন্যার জল নামছে। কিন্তু এর রেশ এখনও কাটেনি গোয়ালপাড়ার বিভিন্ন এলাকা। গত ৬ জুলাই বন্যার জলের প্রবল স্রোতে গোয়ালপাড়া জেলার জলেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের শিলারভিটায় নদীবাঁধের ২ কিলোমিটার ভেঙে গেছে। ফলে বাঁধ সংলগ্ন সমস্ত ঘরবাড়ি জলের স্রোতে ভেসে গেছে। এতে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে না খেয়ে দিন রাত কাটাচ্ছেন স্থানীয় মানুষ।

এদিকে আবার গোয়ালপাড়া জেলা প্রশাসন প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছে, বন্যা দুর্গতদের যথেষ্ট পরিমাণে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। অন্যদিকে বন্যা দুর্গতদের মন্তব্য একেবারেই উল্টো। তাঁদের অভিযোগ, গত ২০ দিন ধরে বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়ে আছেন তারা। একদিন মাত্র স্থানীয় বিধায়ক এসে এক প্যাকেট বিস্কুট হাতে ধরিয়ে দিয়ে দায়িত্ব সেরে গেছেন। সরকারের কাছ থেকে কোনও ধরনের ত্রাণ সাহায্য তাঁরা পাননি। বর্তমানে জলেশ্বরের প্রায় ৯০ শতাংশ গ্রাম জলের নীচে। রাস্তাঘাটের

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মহামারীর মধ্যেই ভারতের বাজারে এল নতুন আইফোন

অনেক জল্পনার পরে অবশেষে বাজারে এসেছেহ্দ্মভ্রদ্রত্র স্ত্র(২০২০)। এটি আপাততথ্দ্দ্মনত্র এর নতুন সিরিজ গুলির মধ্যে সব থেকে কম দামী আই ফোন। এতে রয়েছে ৪.৭ ইঞ্চি ডিসপ্লে। এছাড়াও এই ফোনে রয়েছে খ্১৩ চিপসেট। আগের বছরে লঞ্চ হওয়া আইফোন ১১ তেও এই এক চিপ ব্যবহার করা হয়েছিল। এছাড়াও এই ফোনে থাকছে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর। যাতে সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ঝুকি না থাকে।

জানা গিয়েছে ৬৪ জিবি,১২৮ জিবি এবং ২৫৬ জিবি স্টোরেজে পাওয়া যাবে এই ফোন। ভারতের বাজারে ৬৪ জিবির দাম হবে ৪২৫০০ টাকা। যদিও বাকি দুই স্টোরেজ যুক্ত ফোনের দাম কি হবে তা এখনও জানা যায়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬৪ জিবি স্টোরেজহ্দ্মভ্রদ্রত্র স্ত্র (২০২০) ফোন কিনতে খরচ হবে মাত্র ৩৯৯ ডলার। এছাড়া ১২৮ জিবি এবং ২৫৬ জিবি ফোন কিনতে খরচ হবে জথাক্রমে ৪৯৯ মার্কিন ডলার এবং ৫৪৯ মার্কিন ডলার। ভারতের বাজারে কবে থেকে এই ফোন বিক্রি শুরু হবে তা জানা যায়নি। তবে কালো সাদা এবং লাল রংয়ে পাওয়া যাবে এই ফোন। করোনা আতঙ্কে লক ডাউনের কারণে কবে এই ফোন ভারতে পা রাখবে তা জানা যায়নি।

এতে থাকছে এইচডি আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে। এতে যথেষ্ট ভাল ব্রাইনেস থাকবে। এছাড়াও ফোনের ভিতরে রয়েছে খ্১৩ বায়োনিক চিপ। আই ফোনের আগের সিরিজের বেশ কয়েকটি ফোনেও এই চিপ ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে ব্যাটারি এবং মেমরি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়াও এই ফোনে থাকছে ১২ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। এতে থাকছে স্তেবিলাইজেসন। এছাড়াও সেলফি এবং ভিডিও কলের জন্য রয়েছে ৭ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। জানা গিয়েছে এই ফোনের ডিজাইন হবে আইফোন ৮ এর মতই। এছাড়া এই ফোনে থাকছে ওয়াটার প্রটেকশনের সুবিধাও।

কয়েক হাজার ভিডিও ডিলিট করা হবে, করলে এখনই জেনে রাখুন

নয়াদিল্লিঃ গোটা বিশ্ব এই মুহূর্তে লড়াই করে চলেছে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চলেছে। বেশ কয়েকটি দেশের অবস্থা যথেষ্ট সংকটজনক। তারই মাঝে জনপ্রিয় ভিডিও অ্যাপ টিক টকের তরফ থেকে ভুয়ো বার্তা রোধে নেওয়া হল পদক্ষেপ। সম্প্রতি তাদের তরফে জানানো হয়েছে যে হাজারেরও বেশি অ্যাকাউন্ট তারা ডিলিট করতে চলেছে।

কারণ এই সমস্ত ভিডিওতে করোনা ভাইরাস নিয়ে ভুয়ো বার্তা দেওয়া হয়েছে। যা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। আর সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিকটক। এমনটাই জানাচ্ছে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম। ইতিমধ্যে ভারত সহ সারা বিশ্বে এই ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু তারই মাঝে বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক ভিডিও দেখা যাচ্ছিল এই প্ল্যাটফর্মে। শুধু তাই নয়, করোনা সংক্রান্ত বহু ভুয়ো ভিডিও এই প্লাটফর্মে শেয়ার করা হচ্ছিল। এই সেই সমস্ত ভিডিও ডিলিট করে দেওয়া হবে বলে জানাচ্ছে প্রকাশিত খবর।

আর সেই কারণে এই পদক্ষেপের কথা তারা জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যাতে ভুয়ো বার্তা ছড়িয়ে কোন রকম আতঙ্কের পরিবেশ যাতে সৃষ্টি না করা হয়। ইতিমধ্যে ভারতেও জানানো হয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য কেবলমাত্র সরকারি ওয়েবসাইট এবং সরকারি বিবৃতি গুরুত্ব দেওয়ার কথা। কোনরকম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। আর সেই কারণে আরা বিগত কয়েকদিন ধরে ওই প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হওয়া ভিডিওর উপরে কড়া নজর রাখা হয়েছিল। তারপরে প্রায় তিরিশ হাজারের কাছাকাছি ভুয়ো বার্তা যুক্ত ভিডিও চিহ্নিত করা হয়েছে।

টিকটকের তরফে জানানো হয়েছে, তারা এই ধরনের ভিডিও বন্ধ করে দিতে চলেছে দ্রুত। সারা বিশ্ব এই মুহূর্তে করোনা ভাইরসের বিরুদ্ধে লড়ছে। এই মুহূর্তে এই জাতীয় ভুয়ো বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে পরলে তা অতিরিক্ত সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। যেই কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এর আগে টিকটকের তরফ থেকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ১০০ কোটি টাকার চিকিৎসা সংক্রান্ত সামগ্রী দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল জনপ্রিয় এই অ্যাপ। যার মধ্যে ছিল বিশেষ স্যুইট এবং মাস্ক। মূলত স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য। আর এবারে ভুয়ো বার্তা রোধে কড়া পদক্ষেপ নিয়ে নজির স্থাপন করল জনপ্রিয় এই অ্যাপ। আগেই জানিয়েছিল ২০২০ সালের মধ্যে ভারতে ২০০ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর লক্ষ্য তারা নিয়েছে। তবে এই পরিস্থিতিতে তারা কি করে সেটা দেখার।

করোনা সচেতনতায় এক গানে দুই বাংলার শিল্পী

করোনা সচেতনতায় একটি গানে কণ্ঠ দিলেন দুই বাংলার শিল্পীরা। বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে সচেতন করতে গানটি যেমন গেয়েছেন দুই বাংলার একঝাঁক শিল্পী। তেমনি এর ভিডিওতে হাজির হয়েছেন দুই বাংলার তারকা অভিনয়শিল্পীরা।

"বাংলা হাসবে, বিশ্ব হাসবে" শিরোনামে নতুন সেই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলাদেশের আসিফ আকবর, ইমরান মাহমুদুল, ভারতের কলকাতা থেকে কুমার শানু, অভিজিৎ ও শ্রী প্রীতম। গানটির গীতিকার ও সুরকার প্রীতম। পাশাপাশি যার যার বাড়িতে করা ভিডিওতে অংশ নিয়েছেন দুই বাংলার ছোট ও বড় পর্দার তারকা, সংগীত পরিচালক, কণ্ঠশিল্পী, খেলোয়াড়রা। গানটির জন্য সংগীত আয়োজন করেছেন বাংলাদেশের এমএমপি রনি। সংগীত সমন্বয় করেছেন প্রীতম ও ইমরান মাহমুদুল।

প্রীতম বলেন, লকডাউনে আছি। ভাবছিলাম কি করা যায়। মনে হলো, করোনা সচেতনতা নিয়ে দুই বাংলার শিল্পীদের সঙ্গে একটা গান করি। কাজটি করেও ফেললাম। সবাই যার যার ঘরে বসেই কণ্ঠধারণ করে পাঠিয়েছেন।" ছোট ও বড় পর্দার তারকা, কণ্ঠশিল্পী, সংগীত পরিচালক ও খেলোয়াড় মিলে ১৯ জন তারকা গানটির ভিডিওতে অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, সবাই বাড়ি থেকে ভিডিও করেও পাঠিয়েছেন।"

ইমরান বলেন, মরণব্যাধি করোনাভাইরাস সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আতঙ্ক। আমাদের দুই বাংলাও ভাইরাসটির সঙ্গে লড়ছে। তাই বাংলা ভাষাভাষী দুই দেশের মানুষকে সচেতন করতে এই গানটি করা। গানটির জন্য কাজ করতে পেরে ভালো লাগছে।"

গানটির ভিডিওতে অংশ নিয়েছেন ভারতের বাপ্পি লাহিড়ী, পূর্ণিমা শ্রেষ্ঠা, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অঙ্কুশ, শ্রাবন্তী, শ্যাম বরণ ব্যানার্জি, সোহম, ওম, বাংলাদেশের চঞ্চল চৌধুরী, বাপ্পি চৌধুরী, দেবাশীষ বিশ্বাস, লক্ষ্মীরতন শুক্লা, আনিসুর রহমান মিলন, ইমন, পার্থ সারথি, আবু হেনা রনি, জেমি ইয়াসমিন ও শাদাব হাশমি।

গত সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতার গ্রিবস মিউজিক বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে গানের ভিডিওটি।

রবীন্দ্রনাথের পর সত্যজিৎ রায়কেই বহুবৈচিত্র্যময় বাঙালি প্রতিভা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। সত্যজিৎ রায় পারিবারিকভাবেই নিজেকে গড়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। দাদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বাবা সুকুমার রায়ের পথ ধরেই তাঁর শিল্পভুবনে ঘোরাফেরার শুরু। যাঁরা সত্যজিতের দাদা ও বাবার লেখা পড়েছেন, তাঁরা জানেন কতটা সুক্ষ জীবনবোধ ছিল তাঁদের। এই সময়টায় আরেকবার তাঁদের রচনা পড়ে ফেলা যায়। আলোচনায় সত্যজিতের লেখালেখি, বিশেষ করে ফেলুদা আর প্রফেসর শঙ্কু বাদ থেকে গেল। তাতে কিছু আসে যায় না। সামনে কোনো একসময় শুধু বই নিয়েই আলোচনা করা যাবে। আজ একের পর এক তাঁর তৈরি সিনেমা দেখেই উদ্‌যাপন করা হোক সত্যজিৎ রায়ের শততম জন্মদিন।

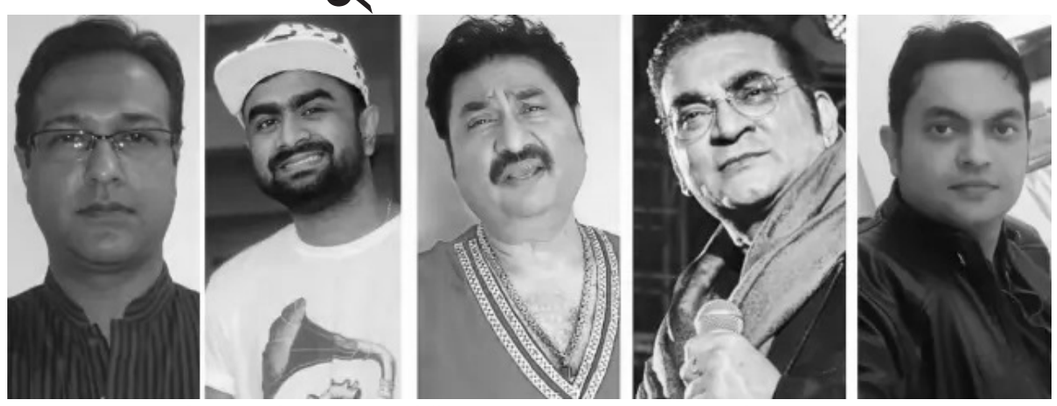

দুর্দিনে এগিয়ে এলেন রানু মণ্ডল

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে রানু মণ্ডল এখন একজন শিল্পী। কদিন আগেও নদীয়া জেলার রানাঘাট স্টেশনে ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো তাঁকে। সবাই 'পাগলী' বলে ডাকলেও সুরেলা কণ্ঠ বদলে দিয়েছে তাঁর ভাগ্য। এখন তিনি বলিউডের একজন কণ্ঠশিল্পী। আর এখন করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ত্রাণ দিচ্ছেন তিনি।সম্প্রতি ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে পাওয়া গেল রানু মণ্ডলের খবর। জানা গেল, নিজের এলাকায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ত্রাণ দিচ্ছেন তিনি। একটি ছবিতে দেখা যায়, নিজের বাড়ির দরজা থেকে কিছু মানুষকে প্যাকেট তুলে দিচ্ছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের এক নাগরিকের ফেসবুক পোস্ট থেকে জানা গেছে, রানাঘাটের বেশ কিছু দরিদ্র ও গরিব মানুষকে নিজের সাধ্যমতো চাল, ডাল, ডিমসহ প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ত্রাণ হিসেবে দিয়েছেন। রানুর এ কাজের প্রশংসা করেছেন অনেকেই।রানাঘাট স্টেশনে বসে গান গাইতেন রানু মণ্ডল। সেই গান অনেকের নজর কাড়লেও সেটি ভিডিও করে ফেসবুকে প্রকাশ করেন অতীন্দ্র চক্রবর্তী নামের একজন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে রানু মণ্ডলের গাওয়া লতা মঙ্গেশকরের 'এক প্যায়ার কা নাগমা হ্যায়' গানটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। এরপর থেকে রানু মণ্ডলকে নিজের সঙ্গেই রেখেছেন অতীন্দ্র। মুম্বাইসহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে নিয়েও যাচ্ছিলেন তিনি। এমনকি রানু মণ্ডলের রোজগারের বিষয়গুলোও দেখাশোনা করছিলেন তিনি।

সামাজিক মিডিয়া থেকে বলিউডে ঠাঁই হয় রানুর। সংগীত পরিচালক হিমেশ রেশামিয়ার মাধ্যমে বলিউডের দুটি গানে কণ্ঠ দেন তিনি। 'হ্যাপি হার্ডি অ্যান্ড হির' ছবির জন্য হিমেশ রেশমিয়ার সুরে 'তেরি মেরি' গানটি রেকর্ড করা হয় রানুর কণ্ঠে। প্রথম গানের জন্য রানুকে প্রায় ছয় লাখ রুপি সম্মানী দিয়েছেন হিমেশ রেশমিয়া।

লকডাউনের পরই ভারতের বাজারে আসছে নতুন ফোন, দামও খুব বেশি নয়

মোবাইল প্রেমীদের কাছে দ্বদ্রষ্ঠদ্র অন্যতম জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ড। অনেক মোবাইল প্রেমীরাই এই ফোন ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি ভারতে লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে পিছিয়ে গেল দ্বদ্রষ্ঠদ্র স্থীন বিক্রির সময়। জানা গিয়েছে, ভারতের বাজারে ওই ফোন বিক্রি শুরু হবে ৩ মে। যা আগে ঠিক ছিল ১৫ এপ্রিল। লকডাউনের কারণেই পিছনো হয়েছে এই সময়। গত মাসেই মোটরোলা র এই ফোল্ডেবল ফোন ভারতের বাজারে লঞ্চ করা হয়েছিল। দাম ঠিক করা ছিল ১২৪৯৯। আর এই ফোনের বিক্রি শুরু হবে অনলাইন ই কমার্স সাইটের মাধ্যমে। এছাড়া অফলাইন স্টোরেও পাওয়া যাবে এই ফোন। এছাড়া কোম্পানির থেকে স্ক্রিনে সমস্যা হলে তা পরিবর্তন করার সুবিধাও দেওয়া হয়েছে গ্রাহকদের। যেহেতু ভারতে দ্বিতীয় দফায় লক ডাউনের মেয়াদ ৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে সেই কারণে মোবাইল প্রেমীদের এই ফোন কেনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ৬ এপ্রিল থেকে তারা এই ফোন কিনতে পারবেন।

এই ফোনে রয়েছে ৬.২ ইঞ্চি দ্মদ্রনত্রত্ম ডিসপ্লে। এছাড়াও রয়েছে ২.৭ ইঞ্চি কভার স্ক্রিন। যাতে কোনভাবে মোবাইল স্ক্রিনের কোন ক্ষতি না হয়।এছাড়াও এতে রয়েছে ড্ডশ্ঝনত্বদ্রদ্বদ্ব ন্দ্রথ্দ্মক্ষ্ম ত্মন্থদ্ভদ্র দ্মন্দ্রত্বত্রন্দ্রন। এছাড়াও ৬ জিবি র‍্যাম্১২৮ জিবি স্টোরেজ এই ফোনে থাকায় কাজের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না। অনেক প্রয়োজনীয় ফাইল ব্যবহারকারীরা এই ফোনে রাখতে পারবেন।

এছাড়াও এই ফোনে রয়েছে ১৬ মেগাপিক্সেল রেয়ার ক্যামেরা। তার সঙ্গে রয়েছে অটো ফোকাস এবং এলইডি ফ্ল্যাশের সুবিধা। সেলফির জন্য রয়েছে ৫ মেগাপিক্সেল ক্যামেরাও। এতে রয়েছে ২৫১০ এম এ এইচ ব্যাটারি। যার জেরে নাগাড়ে অনেকক্ষন এই ফোন ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও এতে রয়েছে দ্রুত চার্জের সুবিধা। এতে রয়েছে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর। এছাড়াও রয়েছে ব্লু টুথ ইউএসবি ব্যবহারের সুবিধাও।

সত্যজিৎ রায়, চলচ্চিত্রের এক রাজপুত্র

আজ সত্যজিৎ রায়ের শততম জন্মদিন। ১৯২১ সালের এই দিনে তিনি জন্মেছিলেন। জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রতি এই শ্রদ্ধার্ঘ্যসত্যজিৎ রায় আমাদের বাড়িতে প্রথম ঢোকেন 'বাক্স রহস্য' হয়ে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষ বা আশির দশকের শুরুর কোনো একদিন আমার অনুজ জন্মদিনে উপহার পেয়েছিল এই বই। ফেলুদা সেদিন থেকেই আমাদের আত্মার আত্মীয়। তবে 'দেশ' আর 'আনন্দমেলা'র মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় যে আমাদের জীবনে নিয়মিত হয়ে উঠবেন, সেটাও জানা গেল কদিন বাদে। পুরনো পুজোসংখ্যাগুলো নতুন করে ওল্টালেই পাওয়া যেতে লাগল শঙ্কু আর ফেলুদাকে। এ যেন নতুন এক রত্নের খনি। তখনো ভিসিআর আসেনি দেশে। বিদেশি চলচ্চিত্র দেখার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন আর ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের পথ ধরে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসই ভরসা। আশির দশকের শুরুতে আমরাও যুক্ত হয়ে পড়লাম ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে। এনজয় ফিল্ম সোসাইটি আর পাইওনিয়ার ফিল্ম সোসাইটির তরুণ অগ্রজেরা আসতেন আমাদের বাড়িতে, আমার মেজ ভাই শাহীন রেজা নূরের কাছে। তিনি ছিলেন এই দুই ফিল্ম সোসাইটির সহসভাপতি।

সে সময়েই ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে সত্যজিৎ রায়ের তৈরি ছবি দেখার সুযোগ ঘটে। প্রথমে 'তিন কন্যা', তারপর 'সৎরঞ্জ কা খিলাড়ি'র মাধ্যমে পরিচয়। এরপর বাড়তে থাকে জানা---বোঝার পরিধি। উচ্চমাধ্যমিকের কোনো এক সময়ে দেখে ফেলি 'চারুলতা'। আর চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের নানা আলোচনা থেকে বুঝতে শুরু করি সত্যজিতের ছবিগুলোর নান্দনিকতা। মনে আছে, ধানমন্ডি দুই নম্বরের সেই এল প্যাটার্নের বাড়িটায় একের পর এক সিনেমা দেখেছি। সেখানেই একবার সত্যজিৎ রায় রেট্রোসপেকটিভ হলো। ওয়াহিদুল হক অতিথি হয়ে এসে বলেছিলেন, 'সত্যজিৎ রায়ের সবচেয়ে বড় গুণ হলো, তিনি ঠিক জায়গায় থামতে জানেন।' এ কথা আমার খুব মনে আছে। 'ভারত বিচিত্রা'য় এই বিষয়টি নিয়ে একটি ফিচার লিখেছিলাম, মনে পড়ে। 'হীরক রাজার দেশে' ছবিটি এসেছিল এরশাদ আমলে, কোনো এক চলচ্চিত্র উৎসবে। আনন্দ সিনেমা হলে সে ছবি দেখার জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু মিসকমিউনিকেশনের কারণে টিকিট পাইনি। খুব মন খারাপ হয়েছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যেই টেলিভিশনে দেখেছিলাম সে ছবি। আমাদের বড় ভাইয়ের বন্ধু আজাদ ভাই পুরো সিনেমাটাই স্টেরিওতে ক্যাসেটবন্দি করেছিলেন। মাঝেমধ্যেই সে ক্যাসেট শুনতাম আমরা। এবং হ্যাঁ, পুরো সিনেমাটাই আমাদের মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মতো অসংখ্য মানুষের মুখস্ত ছিল সংলাপগুলো। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে 'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান' স্লোগানটার ব্যবহার ছিল সে সময়।

আমরা যারা সাধারণ দর্শক, চলচ্চিত্রের কারখানায় গিয়ে কাটাছেঁড়া করার যোগ্যতা নেই যাদের, তারা সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা আর লেখালেখিতে বরাবর আনন্দ পেয়ে থাকি। এরপরও যখন সত্যজিতের চলচ্চিত্র নিয়ে কোনো বোদ্ধা কোথাও কিছু লেখেন, তখন তা আগ্রহ নিয়েই পড়ি। কেউ কেউ সত্যজিতের চলচ্চিত্রজীবনকে দুভাগে ভাগ করেন, কেউ কেউ কোন পরিচালকের কোন চলচ্চিত্র থেকে সত্যজিতের কোন চলচ্চিত্র প্রভাবিত হয়েছে, সে বিষয়ে জানান, কেউ সত্যজিতের হয়ে ওঠার গল্প শোনান। সবকিছু আমাদের ভালো লাগে। প্রশ্ন করা না হলে জানার সুযোগ ঘটে না। সবকিছুই অন্ধবিশ্বাসে মেনে নিলে জিজ্ঞাসাগুলোও আস্তে আস্তে মরে যেতে থাকে। তাই নতুন কিছু জানার আগ্রহে পর্দা টেনে দিতে নেই।অনেকেই জানেন, সত্যজিৎ পড়তেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। পড়তে চেয়েছিলেন ইংরেজিতে, কিন্তু পড়তে হয়েছিল অর্থনীতি। এরপর গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানকার গ্রন্থাগারেই সত্যজিৎ খুঁজে পেয়েছিলেন রত্নভান্ডার। মার্কিন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ লুইস জ্যাকবস, রুশ চলচ্চিত্রকার পুদোভকিন, ব্রিটিশ চলচ্চিত্রবোদ্ধা পল রোথাসহ আরও কারও কারও চলচ্চিত্রবিষয়ক বইপত্র পড়েছিলেন তিনি। 'বিষয় চলচ্চিত্র' নামে যে ছোট্ট একটি বই আছে সত্যজিতের, সেখানে 'সোভিয়েত চলচ্চিত্র' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ আছে, তাতে সোভিয়েত তিন পরিচালক আইজেস্টাইন, পুদোভকিন আর দোভঝেঙ্কোকে নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। 'মন্তাজ' শব্দটার সঙ্গে সেখানেই পরিচিত হয়েছিলাম।

আন্দ্রেই তারকোভস্কির 'ইভানস চাইল্ডহুড' ছবিটি নিয়েও তাঁর পর্যবেক্ষণ সেখানে ছিল বলে মনে হয়।

যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে 'বিষয় চলচ্চিত্র' বইটির প্রথম প্রবন্ধটি ছিল 'চলচ্চিত্রের ভাষা: সেকাল ও একাল'। সংগীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, নাটকসহ শিল্পকলার আদিম সৃষ্টিকর্ম এক হয়ে যে চলচ্চিত্র রূপে আবির্ভূত হলো, সে কথা বুঝি এখানেই প্রথম পড়েছিলাম। এই প্রবন্ধটি পড়েই লুমিয়ের, গ্রিফিত, রেনোয়া, অরসন ওয়েলসের ছবি দেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। অবশ্য চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আরও আগে, টেলিভিশনের কল্যাণেই।

সত্যজিৎ রায়কে চলচ্চিত্রনির্মাণের পুঙ্খনাপুঙ্খ নিয়ম মেনে চলা একজন শিল্পী হিসেবে দেখা হয়। 'পথের পাঁচালী' থেকেই ডিটেইলিং—এর প্রতি তাঁর নিষ্ঠা সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্যামেরায় গল্প বলাটা যে সাধারণ গল্প বলার চেয়ে ভিন্ন একটি ঘটনা আর সিনেমায় গল্প বলার মুনশিয়ানা যে একজন বড় মাপের চলচ্চিত্রকারকে চিনতে সাহায্য করে, সে কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো। সমালোচকদের অনেকেই সত্যজিতের এই দিকটিকে ভাসিয়েছেন প্রশংসার বন্যায়।

সমালোচকদের প্রতি যে সত্যজিৎ রায় খুব নির্দয় ছিলেন, তারও প্রমাণ আমরা পাই তাঁর রচনায়। উপন্যাস বা গল্প থেকে কোনো কাহিনি চলচ্চিত্রে নিলে তা যে পরিবর্তন করতে হয়, সব সময় মূল গল্পে আস্থা রাখা যায় না, সে কথা হাতে---কলমে বুঝিয়েছেন সমালোচকদের। সে রকম একটি সমালোচনার প্রথম লাইনটি আমার মতো অনেকেরই মুখস্ত হয়ে গেছে, 'আশ্বিনের পরিচয় খুলে দেখলুম রুদ্রমশাই আবার আমার পিছনে লেগেছেন।' বোধ করি, 'চারুলতা' ছবিটি নিয়েই একটি রিভিউ করেছিলেন 'রুদ্রমশাই!' তারই প্রতিবাদে যে ঢাউস ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সত্যজিৎ, প্রবন্ধ হিসেবে পড়ার জন্য শুধু নয়, চলচ্চিত্রের ভাষা নির্মাণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার জন্যও তা এক দারুণ সংযোজন। সেটাই তো হতে হবে। এবং তা মুগ্ধদর্শকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই।

একটা কথা প্রায়ই বলি। 'পথের পাঁচালী' ছবিতে হরিহর যখন বহুদিন পর ফিরে আসেন এবং কিনে আনা জিনিসপত্র সর্বজয়াকে দেখাতে থাকেন, একপর্যায়ে দুর্গার জন্য আনা শাড়িটা দেখান, তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হয়, তা দেখে আমি আজ পর্যন্ত চোখের জল আটকাতে পারি না। যতবার দেখি, ততবার কাঁদি। আমার মতো দুর্বলচিত্ত মানুষ বলেই হয়তো এ ঘটনা ঘটে। কিন্তু ভাবতে হয়, সে দৃশ্যে সংলাপ বাদ দিয়ে যন্ত্রানুসঙ্গে যে আবহ সৃষ্টি করলেন সত্যজিৎ, সেটা কি কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে এক অনির্বচনীয় সুখেরও আস্বাদ দেয় না? একটি সার্থক দৃশ্য নির্মাণের সুখের আস্বাদ?

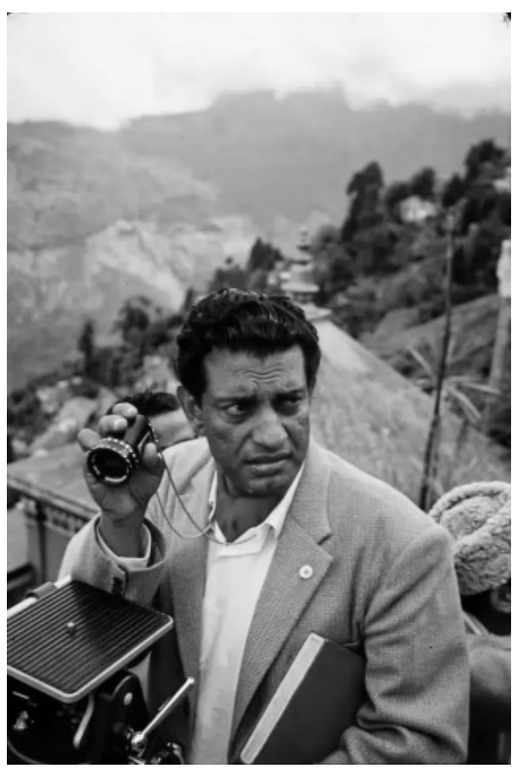

ইউটিউবে দেখলাম, 'পথের পাঁচালী' দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন এখনকার খ্যাতিমান ভারতীয় চলচ্চিত্রকার সুজিত সরকার। বলছিলেন, ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে 'পথের পাঁচালী' ছবিটি দেখতে গিয়েছিলেন। কুড়ি মিনিট পার হওয়ার আগেই তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন ঘুমের রাজ্যে। বড় হয়ে দেশের বাইরে এক চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়ে আবার যখন ছবিটি দেখার সৌভাগ্য হলো, তখন ছবি শেষ হওয়ার পর আসন ছেড়ে উঠতে পারেননি তিনি। সেখানে বসেই আরও একবার এবং আরও একবার দেখলেন সে ছবি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো যেন সে ছবির স্বাদ গ্রহণ করলেন। চলচ্চিত্র উৎসব বলেই কয়েকটি শো একনাগাড়ে হয়েছিল। সে সুযোগ নিয়েছিলেন সুজিত সরকার। সুজিতের কাছে অপু ট্রিলজি আর চারুলতাই সেরা।

তবে সত্যজিতের কোন ছবি দেখবে বলে কেউ যদি নিজেকে প্রশ্ন করে, তবে সবার আগে উত্তর হওয়া উচিৎ, দেখতে হবে সব কটি ছবি। তারপরও যদি কেউ বলে, ঠিক আছে, আমাকে প্রথমে কোন পাঁচটি ছবি দেখার কথা বলবে? তাহলে ছবি নির্বাচন করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তবে অনেকেই এই তালিকায় 'পথের পাঁচালী', 'মহানগর', 'জনঅরণ্য', 'চারুলতা' আর 'নায়ক'কে রাখবেন। আমি অবশ্য 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র বড় ফ্যান। কেউ কেউ বলবে, ভিন্নস্বাদের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' আর 'হীরক রাজার দেশে' কেন থাকবে না তালিকায়? কেউ কেউ গম্ভীর মুখে বলবেন, 'ঘরে বাইরে' ছবিটির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনার কাছেও তো আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই বিতর্ক চলতেই থাকবে।আমি জানি, 'আগন্তুক' ছবিটি নিয়ে অনেকেরই আগ্রহ নেই। কিন্তু আমি তা মুগ্ধ হয়ে দেখি। প্রায় পুরো ছবিটাই বাড়ির ভিতর করা।

সোমবার আগরতলায় স্বাস্থ্য কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে করোনা পরীক্ষা করেন। ছবি- নিজস্ব।

রঞ্জন গগৈ কে আমন্ত্রণ করা হোক, দাবি অধীরের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.): অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ৫ আগস্ট ভূমি পুজণ হবে। সেখানে উপস্থিত থেকে রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশজুড়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে। এরইমধ্যে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী জানিয়েছেন, আয়োজকদের উচিত সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈকে আমন্ত্রণ জানানো।

সোমবার নিজের টুইট বার্তায় কংগ্রেসের এই দাপুটে নেতা লিখেছেন, ভূমিপূজণের আয়োজকদের কাছে দাবি এই কার্যক্রমে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রঞ্জন গগৈকে আমন্ত্রণ জানানো হোক। এই বিপুল আয়োজনের মুখ্য আধার হলেন তিনি।তাঁর ঐতিহাসিক রায়ের জন্যই আজ এই ভূমি পুজন সম্ভব হচ্ছে।আজ কোন কারণে যদি তিনি সেই ভূমিপূজণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে না পারেন তবে তার প্রতি এটি অন্যায় হবে।

উল্লেখ্য ভূমিপূজণন উপলক্ষে অযোধ্যায় চাঁদের হাট বসতে চলেছে। উপস্থিত থাকতে চলেছেন লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলী মনোহর যোশী, উমা ভারতী, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনেই এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।প্রায় ২০০ জন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

সোমবার কাছাড়ে ৪৯ জন করোনা পজিটিভ, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১, ২৫০

শিলচর (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : কাছাড়ে আজ সোমবার বিকেল পর্যন্ত ৪৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এঁদের মধ্যে ৩৮ জনের ফল জানা গিয়েছে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে এবং ১১ জন ল্যাবরেটরি টেস্ট (আরটিসিপিআর)-এ।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরী জানান, আজকের আক্রান্তদের বেশিরভাগই জেলার ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের এবং তাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত রয়েছে। একই সঙ্গে হোম কোয়ারান্টেইনে থাকা কয়েকজনের দেহেও করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে।

রবিবার এই সংখ্যা ছিল ৫৩। তবে এর আগ এক সপ্তাহ প্রায় প্রতিদিন শতাধিক লোক পজিটিভ হয়েছেন। বর্তমানে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ১,২৫০ জন। এদিকে নমুনা সংগ্রহের দিনই পজিটিভকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে অনেকটা বেগ পেতে হচ্ছে ল্যাবরেটরির অভাবে। এবার কোভিড টেস্টের জন্য দ্বিতীয় ল্যাবরেটরি অনুমোদনের অপেক্ষায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মঞ্জুরিও মিলেছে। এখন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর অনুমোদনের অপেক্ষায় বলে জানিয়েছেন উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত।

ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানান, বর্তমানে একটি ল্যাব রয়েছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে ১ হাজার নমুনা সংগ্রহ করা হলে পরীক্ষা হয়েছে ৯০০টি। এ ভাবে প্রতিদিন কিছু বাকি থাকায় রিপোর্ট পাওয়া পিছিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ অসমের ৪ জেলায় আইসিএমআর অনুমোদিত ল্যাবরেটরি একটিই। শিলচর মেডিক্যাল কলেজের এই ল্যাবে ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর থেকেও কখনও নমুনা পাঠানো হয়। আইসিএমআর-এর অনুমোদন পেলেই মেশিন কিনে দ্রুত দ্বিতীয় ল্যাব চালু করা হবে। এতে প্রতিদিনই নমুনা পরীক্ষা করে রেজাল্ট দিতে তাঁরা সক্ষম হবেন বলে জানান তিনি।

রাজস্থানে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে সন্দিহান চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.): রাজস্থানের রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্রমাগত রাজনৈতিক আক্রমণ করে চলেছে কংগ্রেস। এরই মধ্যে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দেশের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। আইন ও সংবিধান মেনে দ্রুততার সঙ্গে বিধানসভার অধিবেশন ডাকার মঞ্জুরি দিক রাজ্যপাল। এর আগে কংগ্রেসের প্রাক্তন তিন আইনমন্ত্রী রাজ্যপালকে চিঠি লিখে বিধানসভা অধিবেশন ডাকার জন্য আহ্বান করেছেন।

সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিং এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে পি চিদম্বরম জানিয়েছেন, আশা করব রাজ্যপাল আইন মেনে চলবেন এবং রাজ্য সরকারের প্রস্তাব মেনে বিধানসভার অধিবেশন ডাকার মঞ্জুরী দেবেন।২০১৪ সালের পর থেকে রাজ্যপালের পদকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা তারই পরিণাম। ২০১৬ সালে অরুণাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড।২০১৯ সালে কর্ণাটকে রাজ্যপালের সংবিধান বিরুদ্ধ কাজ করেছিলেন। এ বিষয়ে আদালতের ঐতিহাসিক তিনটি রায় রয়েছে। বিধানসভার অধিবেশন হচ্ছে সংবিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। যদি কোন মুখ্যমন্ত্রী নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য অধিবেশন ডাকার আহ্বান করেন। তবে তাকে সেই মঞ্জুরি দেওয়া উচিত।এতে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয়। তবে তা সংসদীয় লোকতন্ত্রের উপর আঘাত হানার সমান।

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে করোনায় প্রাণ হারাল আরও ৩৭, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২ হাজার ৯৬৫ জন

ঢাকা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : বাংলাদেশে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় মারণ ভাইরাসের ছোবলে দেশে আরও ৩৭ জনের প্রাণ ঝরেছে। এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত করোনার ছোবলে প্রাণ হারালেন ২ হাজার ৯৬৫ জন। পাশাপাশি নতুন করে আরও শনাক্ত হয়েছেন ২ হাজার ৭৭২ জন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা সোয়া দুই লক্ষ ছাড়িয়ে গেল।

সময় যত গড়াচ্ছে ততই দেশের করোনা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। কীভাবে সংক্রমণের রাশ আটকানো যাবে, তা ভেবেই পাচ্ছে না প্রশাসন। তার মধ্যেই করোনা চিকিৎসা নিয়ে বড় ধরনের দুর্নীতি ও জালিয়াতি ফাঁস হয়েছে। একাধিক বেসরকারি হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরি করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে জালিয়াতি করে কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে আয় করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় করোনা চিকিৎসার উপরে নজরদারির জন্য নয় সদস্য বিশিষ্ট এক টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মবার অনলাইন বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানিয়েছেন, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশে ১২ হাজার ৮৫৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১১ লাখ ২৪ হাজার ৪১৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হলো। নতুন নমুনা পরীক্ষায় দুই হাজার ৭৭২ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। যার ফলে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল দুই লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জনে। আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৩৭ জনের। এ নিয়ে মারণ ভাইরাসে প্রাণ হারালেন ২ হাজার ৯৬৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও এক হাজার ৮০১ জন। দেশে করোনা জয়ীর সংখ্যা দাঁড়াল এক লাখ ২৫ হাজার ৬৮৩ জনে।'

পরাক্রম ও বলিদানের সমার্থক শব্দ সিআরপিএফ : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.): সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স সিআরপিএফের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে জওয়ান এবং তাদের পরিবারবর্গকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সিআরপিএফের ৮২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক টুইট বার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, পরাক্রম, সাহস এবং বলিদানের সমার্থক শব্দ হয়ে উঠেছে সিআরপিএফ। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রকে গৌরবান্বিত করেছে সিআরপিএফ। করোনা সংকটকালে সিআরপিএফ যেভাবে সমাজ সেবা করে গিয়েছে, তা প্রশংসনীয়। সমগ্র ভারতবাসীর সিআরপিএফের ৮২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রতিটি জওয়ান তাদের পরিবারবর্গকে শুভেচ্ছা জানায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩৯ সালের ২৭ জুলাই কাউন্টার রিপ্রেজেন্টেটিভ পুলিশ ফোর্স হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল অধুনা সিআরপিএফ। ১৯৪৯ সালে ২৮ ডিসেম্বর আইন সংশোধন করে এটিকে কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর মর্যাদা দেওয়া। দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট, সন্ত্রাস দমন, মাওবাদ দমন শুরু করে রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে আনা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে সিআরপিএফ।

আমসা-র দ.করিমগঞ্জ ব্লক সভাপতিকে মুক্তির দাবিতে পাথারকান্দি থানা প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ ইসলামিক ছাত্র সংগঠনের

পাথারকান্দি (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : সারা অসম মাদ্রাসা ছাত্র সংস্থা (আমসা)-র করিমগঞ্জ জেলা কমিটির অধীনস্থ দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লক সভাপতি বাহার উদ্দিনকে অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে আজ পাথারকান্দি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন ইসলামিক ছাত্র সংগঠনের কর্মকর্তারা।

সোমবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ শতাধিক মাদ্রাসা ছাত্র থানা চত্বরে উপস্থিত হয়ে 'বিনা অপরাধে' বাহার উদ্দিনকে পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখিয়েছে আমসা। তাঁদের অভিযোগ 'বিনা অপরাধ'-এ রবিবার বিকেলে পুলিশ আমসা-র এই ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসেছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তারা দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লক সভাপতি বাহার উদ্দিনকে শীঘ্র মুক্তিরতে ওসিকে অনুরোধ জানান।

এদিকে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ প্রশাসন আগে থেকেই থানা চত্বরে আধাসেনা মোতায়ন করে রেছেছিল। তাই আজকের বিক্ষোভ প্রদর্শনে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে পুলিশ আটক ছাত্র নেতাকে করিমগঞ্জ আদালতে সোপর্দ করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে দিনভর উত্তেজনা বিরাজ করে পাথারকান্দিতে।

প্রসঙ্গত, অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের আসিমগঞ্জ ও পাথারকান্দির বেহাল সড়ক সংস্কারের দাবিতে গত ২৩ জুলাই আন্দোলনে নামে সারা অসম মাদ্রাসা ছাত্র সংস্থার করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। এর ঠিক একদিন পর ২৪ জুলাই ফের আন্দোলনে নামে আমসা-র আরেক গোষ্ঠী। ফলে এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে মতানক্যল সহ তুমুল দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। পরে বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায়।

মঙ্গলবার গহপুর সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল

গহপুর (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : আগামীকাল, মঙ্গলবার শোণিতপুর জেলার গহপুর সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এদিন গহপুর পুলিশ থানার পুরনো ভবন উদ্বোধন করবেন তিনি। গহপুর থানায় শহিদ কনকলতা এবং মুকুন্দ কাকতির স্মৃতিতে পুরনো ভবনটি রাজ্যের নৃতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগেই রবিবার বিকেলে তেজপুরের সাংসদ পল্লবলোচন দাস গহপুরে পৌঁছে গেছেন। তিনি গহপুরের বিধায়ক উৎপল বরার সঙ্গে নৃতত্ত্ব বিভাগের তত্বাবধানে পুনর্নির্মিত থানাটি পরিদর্শন করেছেন। সেই সঙ্গে থানায় পুলিশ কর্মীদের কাজকর্মও খতিয়ে দেখেছেন সাংসদ। অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা গহপুরে গিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন তার তীব্র সমালোচনা করেছেন সাংসদ পল্লবলোচন দাস।

সাংসদ বলেন, আলটপকা মন্তব্য করা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পুরনো স্বভাব। বিজেপি সরকারে বিশৃঙ্খলতা আসুক এটাই তিনি চান। আসলে তিনি দুঁদে রাজনীতিবিদ নন। সেজন্য তিনি যা মুখে আসে বলতে থাকেন। আজকের দিনে তাঁর বক্তব্যকে কেউ গুরুত্ব দেয় না।

রাফাল হাতে এলে স্ট্রাইক করার ক্ষমতা বাড়বে বায়ুসেনার, দাবি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.): রাফাল ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে চলে এলে শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। স্ট্রাইক করার ক্ষমতাও বেড়ে যাবে বলে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি তরফেই জানানো হয়েছে।

বুধবার ভারতের মাটি স্পর্শ করবে ফ্রান্সে তৈরি পাঁচটি অত্যাধুনিক রাফাল যুদ্ধবিমান।এই যুদ্ধবিমানগুলিকে চিনা আগ্রাসন রুখতে পূর্ব লাদাখে মোতায়েন করা হবে।সোমবার নিজেদের টুইট বার্তায় বিজেপির তরফেই জানানো হয়েছে যে ফ্রান্স থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান। এই যুদ্ধবিমান ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে চলে এলে আক্রমণাত্মক শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।স্ট্রাইক করার ক্ষমতাও বেড়ে যাবে।জেট যুদ্ধবিমান কিনতে গড়িমসি করছিলেন ইউপিএ সরকার।কিন্তু মোদী সরকার ক্ষমতায় এসে এই যুদ্ধ বিমান কেনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২৯ জুলাই, বুধবার হরিয়ানার আম্বালার বায়ুসেনার এয়ারবেসে আনুষ্ঠানিকভাবে ল্যান্ড করবে পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান।পরের মাসেই যুদ্ধবিমানগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিগ্রহণ করবে ভারতীয় বায়ুসেনা।

শূকর পালকদের আর্থিক-পঙ্গু করার ষড়যন্ত্র মন্ত্রী অতুলের, অভিযোগ ডিওয়াইএফআই-এর

গুয়াহাটি, ২৭ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যের শূকরপালকদের আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দিতে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে সরকার। রাজ্যের কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী অতুল বরা এবং অসম সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর এই অভিযোগ তুলেছে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই)।

ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির তরফে মন্ত্রী অতুল বরা এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলা হয়েছে, আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া ছাড়া এই ফ্লু-এ আক্রান্ত হলে শূকরগুলোকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী বরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে শূকরের পাশাপাশি পালকদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার নামে প্রতারণা করছেন কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী অতুল বরা। ফেডারেশনের রাজ্য কমিটি আরও বলেছে, মন্ত্রী অতুল বরা এবং অসম সরকারের দুর্বল ভূমিকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের জন্য প্রায় দশ লক্ষ শূকর পালকের পরিবারের চরম দুর্দশায় পড়েছে। তাই মন্ত্রী অতুল বরা ও রাজ্য সরকারের এমন প্রবঞ্চনার নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে ডিওয়াইএফআই। একইস ঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত শূকর পালকদের শীঘ্রই আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বহিঃরাজ্যে থেকে শূকর আমদানি করে স্থানীয় কৃষকদের জীবিকা ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেওয়ার জন্য মন্ত্রী অতুল বরা ও রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছে ডিওয়াইএফআই।

প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব উপমন্য বসুর ইস্যুকৃত এক আদেশে বলা হয়েছে, অসম তথা উত্তরপূর্বে পঞ্জাব ও হরিয়ানা শূকরছানা থেকে পাঠানো হবে। এর ফলে এই অঞ্চলে শূকর পালন করে জীবিকা নির্বাহকারী প্রায় দশ লক্ষ পরিবারের উপর চরম প্রত্যাহ্বান নেমে আসাটা নিশ্চিত। উল্লেখ্য আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-এর জন্য অসমের প্রায় এক লক্ষ শূকর মারা গেছে। জীবিকা নির্বাহের জন্য পরম্পরাগতভাবে জনজাতি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বহু শিক্ষিত বেকার যুবসমাজ ও শূকর পালন করে আসছে। এই অবস্থায় আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-এর মতো মহামারির সময় শূকর পালকদের সহায়তা না করে বহিঃরাজ্য থেকে শূকর আমদানি করার সরকারি প্রয়াসে রাজ্যের শূকর পালকদের বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বাম সংগঠনের বক্তব্য, রাজ্যের দশ লক্ষের বেশি শূকর পালকের কর্মসংস্থানের কথা বিবেচনা না করে তাদের ভবিষ্যত বিনষ্ট করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে রাজ্য সরকার। অথচ বেকার যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার স্লোগান দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। বিজেপি সরকারের এমন প্রবঞ্চনা বন্ধ করে শূকর পালকদের কর্মসংস্থান তথা যুবসমাজের কল্যাণে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে ডিওয়াইএফআই।

শোচনীয় কাজিরঙার কেঁহরা বনাঞ্চলের বড়বিল মিসিং গ্রামের অবস্থা, চরম দুর্ভোগ

কাজিরঙা (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : অসমে তিন তিনবারের বন্যায় কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের পাশাপাশি আশপাশের গ্রামগুলিও জলে প্লাবিত হয়েছে। কাজিরঙার কেঁহরা বনাঞ্চলের বড়বিল মিসিং গ্রামের অবস্থাও ক্রমশ শোচনীয় হচ্ছে।

প্রত্যেক বছরই বন্যার সময় গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র উঁচু নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ত্রাণ শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বন্যা দুর্গত গ্রামবাসীরা। বাড়িতে পালিত গরু, ছাগল, শূকর হাঁস-মুরগিগুলিকে বাঁশের মাঁচা তৈরি করে তার ওপর বেঁধে রেখে ত্রাণ শিবিরের মধ্যে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে দিন রাত কাটাচ্ছেন বন্যা দুর্গতরা।

প্রতিবছর কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান বন্যার জলে প্লাবিত হয়, সেই সঙ্গে বন্যার জল হু হু করে ঢুকে বড়বিল মিসিং গ্রামেও। এই পরিস্থিতিতে গবাদি পশুগুলোকে বাঁশের মাঁচা তৈরি করে সেখানে রেখে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাকেই সম্বল করে নিয়ে গ্রামবাসীদের ত্রাণ শিবিরে চলে যেতে হয়। গ্রামবাসীদের কাছে আর অন্য উপায় থাকে না। অনেক সময় এমনও হয়েছে বন্যার জল বেড়ে জলের তোড়ে গবাদি পশুগুলি ভেসে গিয়েছে। অন্যদিকে বন্য জীবজন্তুরা বাড়ি ঘরের যাতে কোনও অনিষ্ঠ করতে না পারে প্রত্যেক পরিবারের একজন করে সদস্যকে সেখানে পাহারা দিতে হয়।

জল নেমে যাওয়ার পর বাড়ি ফিরতে গ্রামবাসীদের আরও এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তার কারণ বন্যার জলের প্রবল স্রোতে গ্রামের কাঁচা রাস্তাটিও নষ্ট হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামবাসীরা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছেন। এ বছরও বন্যায় গ্রামের বহু গবাদি পশু ভেসে গেছে। ফলে গবাদি পশুর ওপর নির্ভর করে উপর্জনশীল গ্রামবাসীদের মাথায় হাত পড়েছে।

রাজ্য সরকার তাদের এই সমস্যার একটা সমাধানসূত্র বের করে যাতে দেয় সে ব্যাপারে কাতর আহ্বান জানিয়েছেন বন্যার্ত গ্রামবাসীরা।

একদিনে এক লাখেরও বেশি করোনা পরীক্ষা করে নজির গড়ল উত্তরপ্রদেশ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত জেরে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে উত্তরপ্রদেশ। কিন্তু হাল ছাড়তে নারাজ রাজ্য প্রশাসন। জোর কদমে চলছে করোনা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা।এরই মাঝে করোনা পরীক্ষার নিরিখে নতুন রেকর্ড গড়ে ফেলল উত্তরপ্রদেশ সরকার। শুধুমাত্র রবিবার এক লাখেরও বেশি পরীক্ষা করেছে উত্তর প্রদেশ। যা এখনও পর্যন্ত অন্যান্য রাজ্য করে দেখাতে পারেনি। সেই নিরিখে একটা নতুন নজির করে ফেলল যোগী সরকার।

উত্তরপ্রদেশে করোনা শুরু হওয়ার পর প্রথম চার মাসে ২৪ জুন পর্যন্ত ৬০৩৩৯০ পরীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু ২৪ জুন থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত মাত্র এক মাসের মধ্যে রাজ্যজুড়ে পরীক্ষা হয়েছে ১১ লক্ষেরও বেশি নমুনার। এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে রাজ্যে পরীক্ষা হয়েছে ১৭০৫৩৪৮। দিন যত এগিয়েছে ততই বেড়েছে পরীক্ষার সংখ্যা। ২৫ জুলাই রাজ্যে পরীক্ষা হয়েছে ৫৭০৬৮জনের, ২৬ জুলাই সেই সংখ্যাটা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গেল।

রাজ্যে প্রতিদিন এক লাখেরও বেশি পরীক্ষা হওয়ার জন্য আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ১০ দিনে করে দেখাতে হবে ১০ লক্ষ পরীক্ষা। তার জন্য কিট এর আয়োজন করা হয়েছিল।এছাড়া করোনা মোকাবিলার পরীক্ষার গুণগত মান এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। পাশাপাশি রাজ্যে প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবিবার করে লকডাউন জারি করা হয়েছে।

সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন করোনা আক্রান্ত ঐশ্বর্য ও আরাধ্যা

মুম্বাই, ২৭ জুলাই (হি. স.) : করোনামুক্ত হলেন ঐশ্বর্য ও তাঁর মেয়ে আরাধ্যা। করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পর সোমবার তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। অভিষেক বচ্চন টুইট করে একথা জানান। অমিতাভ ও অভিষেক এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ১০ দিন আগে মৃদু সংক্রমণ নিয়ে ঐশ্বর্য-আরাধ্যা হাসপাতালে ভর্তি হন। ১২ জুলাই তাঁদের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ঠিক তার আগের দিন অমিতাভ ও অভিষেকের লালা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তাঁদের ওইদিনই হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও, ঐশ্বর্য-আরাধ্যার রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর বেশকিছু দিন বাড়িতেই চিকিৎসা চলে তাঁদের। কয়েকদিন পর মা-মেয়েকেও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপর থেকে তারা চারজনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

এদিন বিকেলে অভিষেক টুইটে লেখেন, আপনাদের অবিরাম প্রার্থনা এবং শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ। ঐশ্বর্য ও আরাধ্যা রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তারা এখন বাড়িতেই থাকবে। আমি এবং বাবা চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে থাকব।

সোমবার আগরতলা মহিলা থানায় সেনিটাইজেশন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

দামোদরে জল আনতে গিয়ে স্রোতে তলিয়ে গেল ৪ পড়ুয়া, শোকের ছায়া অন্ডালে

দুর্গাপুর, ২৭ জুলাই (হি.স.) : শ্রাবনের সোমবার। পুণ্যতিথিতে গ্রামের শিবের মাথায় জল ঢালতে দামোদরে জল আনতে গিয়েছিল। নদীতে জল তুলতে গিয়ে স্রোতের টানে তলিয়ে চার পড়ুয়া। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের কুঠিরডাঙা এলাকায়। খবর পেয়ে উদ্ধার কাজে নামল এনডিআরএফ ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতিনিধি দল। গ্রামেরই চার মেধাবী পড়ুয়ার একসঙ্গে তলিয়ে যাওয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর গোপালমাঠে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, তলিয়ে যাওয়া পড়ুয়াদের নাম নাম সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, রাহুল মান্ডি, সৌরভ মন্ডল ও শিবু দাস। তাঁদের সকলের বয়স প্রায় ১৮ বছর। তলিয়ে যাওয়া চার পড়ুয়া দুর্গাপুর গোপালমাঠের বাসিন্দা। এদিন বিকাল পর্যন্ত তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, রাহুল মান্ডি উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যরত। বাকি তিনজন এবারে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। সকলেই মেধাবী ছাত্র ছিল। সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় অল ইন্ডিয়া জয়েন্টে ইনিনিয়ারিং পরীক্ষায় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। এছাড়াও সৌরভ মন্ডল এবারে উচ্চমধ্যমিকে ৪১৮ নম্বর পেয়েছে। ঘটনায় পরিবার সুত্রে জানা গেছে, সোমবার গ্রামের মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য অন্ডালের কুঠিরডাঙা এলাকায় জল আনতে গিয়েছিল ছয় বন্ধু। নদীতে নেমে স্নানের সময় একজন স্রোতের টানে তলিয়ে যায়। বন্ধুকে বাঁচাতে বাকি তিনজন নেমে পড়ে। স্রোতের পাশাপাশি জলের ঘুর্নী থাকায় চার জনেই তলিয়ে যায়। পরিস্থিতি দেখে বাকি দুই বন্ধু গ্রামে ছুটে যায়। এবং বাড়ীতে ও গ্রামবাসীদের খবর দেয়। খবর পেয়ে গোপালমাঠ থেকে পরিবারের লোকজন গ্রামবাসীরা ছুটে যায়। গ্রামবাসীরা খোঁজাখুজি শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও এনডিআরএফের টিম। শুরু তল্লাশী অভিযান। দুপুরের পর থেকে এক এক করে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এদিকে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে গ্রামে। উল্লেখ্য, বছর দ” য়েক আগে

মকরসংক্রান্তির দিন স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিল গোপালমাঠ গ্রামেরই দুই যুবকের। তারপর এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে নদীর গভীরতায়। অভিযোগ, একসময় অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের ফলে গভীর খাদ তৈরী হয়েছে নদী গর্ভে। ফলে গভীরতা অনুমান করতে পারা যায় না ওই জায়গায়। দুর্গাপুরের বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল জানান,' ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। জায়গাটায় ঘুর্নী রয়েছে। খুবই বিপদজ্জনক। তাই প্রশাসনকে বলেছি, উৎসব অনুষ্ঠানের সময় ওই এলাকায় নজরদারির জন্য। এবং সতর্কিত সাইনবোর্ড লাগানোর জন্যও বলা হয়েছে।' অন্ডাল বিডিও ঋত্বিক হাজরা জানান,' উদ্ধার কাজ চলছে। বিকাল পর্যন্ত তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

বৃদ্ধ দম্পতির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

হাওড়া, ২৭ জুলাই (হি স): ফের চাঞ্চল্য শহরে। এবার হাওড়ায় উদ্ধার বৃদ্ধ দম্পতির দেহ। আত্মহত্যা নাকি খুন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মেলেনি কোনও সুইসাইড নোট। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

গোলবাড়ি পুলিশ সূত্রে খবর,উত্তর হাওড়ার কালীচরণ দাস লেনে বাস করতেন বাসুদেব সাধুখাঁ (৭২) ও তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যারানী সাধুখাঁ দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশকে পরিবার জানিয়েছে অনেকক্ষণ থেকে মা-বাবা দরজা না খোলায় দরজা ভেঙে ছেলে ঘরে ঢুকে দেখেন সিলিং ফ্যান থেকে নাইলনের দড়ি লাগিয়ে একসঙ্গে আত্মঘাতী হয়েছেন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। বাসুদেব সাধুখাঁর ছেলে সেই দড়ি কেটে দেহ নীচে নামান। ইতিমধ্যেই দেহদুটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। এই কারণেই সন্দেহ দানা বাঁধছে পুলিশের মনে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা রুখতে মুখ্যমন্ত্রীকে এসডিএফ-এর আর্জি

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : করোনা উদ্ভুত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হাত থেকে 'রাজ্যবাসীকে রক্ষা করার জন্য' মুখ্যমন্ত্রীকে ১১-দফা আবেদন করল সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম।

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস সোমার জানান, সম্প্রতি রাজ্যসরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে যেভাবে সাপ্তাহিক দুই দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছে তার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এবং করোনা নিয়ন্ত্রণে এর কোনও ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্রুত কার্যকরি করার জন্য:

১) করোনা নিয়ন্ত্রণে লকডাউন সংক্রান্ত এবং অন্যান্য যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, এপিডেমোলজিষ্ট, ভাইরোলজিষ্ট এবং চিকিৎসক সংগঠনগুলির পরামর্শ নিতে হবে। বৈজ্ঞানীক বিষয় গুলি কোনওমতেই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

২) করোনা গোষ্ঠী সংক্রমণের কথা স্বীকার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এর জন্য -

ক) ব্যপক হারে অ্যাক্টিভ ও প্যাসীভ সার্ভিলেন্সের কাজ চালিয়ে দ্রুত করোনা রোগীকে চিহ্নিত করতে হবে।

খ) দ্রুত টেষ্টিংয়ের ব্যবস্থা করতে ব্লক/ পুরসভা স্তর পযর্ন টেষ্টিং সেন্টার খুলতে হবে।

গ) দ্রুত আইসোলেশন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চতুর্থ স্তরের চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পন্ন নতুন নতুন করোনা হাসপাতাল খুলতে হবে।

ঘ) হাসপাতালে রোগীর চাপ কমাতে উপসর্গহীন এবং স্বল্প উপসর্গ যুক্ত রোগীদের জন্য উপযুক্ত লোকবল ও পরিকাঠামো যুক্ত সেফ হোম ব্লক ও পুরসভা ভিত্তিক তৈরি করতে হবে।

ঙ) প্রতিটি মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে ব্লক হাসপাতাল পর্যন্ত প্রতিটি হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ড খুলতে হবে।

৩) ননকরোনা রোগীদের সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্য প্রতিটি হাসপাতালে কঠোর ভাবে ট্রায়েজ সিষ্টেম চালু করতে হবে। এবং নন করোনা রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে পিপিই/ এন ৯৫ মাস্ক সরবরাহ করতে হবে।

৪) সমস্ত হাসপাতালেই ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য সূরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৫) বেডের সংখ্যা নিয়ে কারচুপি বন্ধ করে সঠিক সংখ্যক কার্যকারি বেডের সংখ্যাই প্রকাশ করতে হবে। দালাল চক্রের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হাসপাতালের শূন্য বেডের তালিকা দিনে কমপক্ষে দুবার সঠিকভাবে ডিসপ্লে বোর্ডে এবং ওয়েবসাইটে দিতে হবে। রোগী ভর্তি নিয়ে মানুষের হয়রানি কমাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬) সমস্ত স্তরের ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্য কর্মীদের করোনা সম্পর্কে উপযুক্ত ট্রেনিং দিতে হবে।

৭) সামাজিক কলঙ্ক দূর করতে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮) করোনা যোদ্ধারা আক্রান্ত হলে তাদের চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতাল বরাদ্দ করতে হবে। এবং সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসার পুরো দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

৯) করোনা যোদ্ধাদের অসুস্থতা এবং কেউ মারা গেলে তার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা যাতে সহজে পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। মারা গেলে পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে।

১০) করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট দিনের মধ্যেই দিতে হবে।

১১) বেসরকারি হাসপাতালের পরীক্ষা ও চিকিৎসার খরচ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রোগী ফেরানো ও রোগী হয়রানির ঘটনা ঘটলে সরকারি বেসরকারি উভয়ের বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইত্যাদি দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয়।

সুস্থ হওয়ার পর ফের করোনা, তদন্তে স্বাস্থ্যকর্তারা

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনিই আবার আক্রান্ত হয়েছেন এই মারণ ভাইরাসে, এমন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে উত্তরবঙ্গে। আর সেটাই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের কাছে। ঠিক কী কারনে এই ঘটনা ঘটছে সেটা খুঁজে দেখতে চান ওই স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা। বাংলায় যে চারজনের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে তাঁদের ক্ষেত্রে ঠিক কী কারনে এই ঘটনা ঘটেছে সেটাই এখন দেখতে চাইছেন স্বাস্থ্য আধিকারিক তথা গবেষকেরা।

যদিও বিশ্বে এই ধরনের নজীর অনেক এসেছে সামনে। এমনকি এই রোগীদের দু'বার করে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে রীতিমত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল। কেউ একে বলছেন রি-ইনফেকশানের ঘটনা আবার কেউ বলছেন রি-অ্যাকটিভেশানের ঘটনা।

একই ব্যক্তির দুবার এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় দেখা গিয়েছে, দুই ভাবে এই ঘটনা ঘটছে। রি-ইনফেকশন ও রি-অ্যাকটিভেশনের মাধ্যমে। রি-ইনফেকশন মানে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরে সুস্থ হয়ে উঠলে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে কোভিড-১৯'র সঙ্গে লড়াই করার মতো অ্যান্টিবডি গড়ে উঠবে যা তাঁকে দ্বিতীয়বার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাবে। কিন্তু অ্যান্টিবডি দুর্বল হয়ে গেলে পুনরায় সংক্রমণ হওয়ার ঘটনা ঘটতেই পারে। আবার করোনার জীবাণু কিছুদিন মানবকোষে লুকিয়ে থাকতে পারে এবং অনুকূল পরিবেশ পেলে ফের বংশবিস্তার ঘটাতে পারে যা আশ্চর্যের নয়। এটাই রি-অ্যাকটিভেশান। উত্তরবঙ্গের চারজনের ক্ষেত্রে এই দুই ক্ষেত্রের কোনটি ঘটেছে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য এখন রীতিমত নড়েচড়ে বসেছেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা। চারজনেরই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের কোভিড পরীক্ষার সমস্ত রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্য দফতর।

এই বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. অজয় চক্রবর্তী জানান, 'প্রথম করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট যদি ঠিক হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে, ওই চার জনের প্রোটেক্টিভ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়নি।

হেফাজতে

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, ভারপ্রাপ্ত এপিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর জানিয়েছেন, ধৃত তিনজনকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

এলাকার বাসিন্দারা

তিনের পাতার পর

ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রের জলের প্রবল স্রোত। নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে কোনও মতে প্রাণ হাতে নিয়ে বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। একদিকে অতিমারি করোনার আতঙ্ক, তার ওপর বন্যার তাণ্ডবে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে দিন রাত কাটাচ্ছেন বন্যা দুর্গতরা। বন্যা দুর্গতদের চোখের জল ও বন্যার জল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল

তিনের পাতার পর

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগেই রবিবার বিকেলে তেজপুরের সাংসদ পল্লবলোচন দাস গহপুরে পৌঁছে গেছেন। তিনি গহপুরের বিধায়ক উৎপল বরার সঙ্গে নৃতত্ত্ব বিভাগের তত্বাবধানে পুনর্নির্মিত থানাটি পরিদর্শন করেছেন। সেই সঙ্গে থানায় পুলিশ কর্মীদের কাজকর্মও খতিয়ে দেখেছেন সাংসদ। অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা গহপুরে গিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন তার তীব্র সমালোচনা করেছেন সাংসদ পল্লবলোচন দাস।

সাংসদ বলেন, আলটপকা মন্তব্য করা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পুরনো স্বভাব। বিজেপি সরকারে বিশৃঙ্খলতা আসুক এটাই তিনি চান। আসলে তিনি দুঁদে রাজনীতিবিদ নন। সেজন্য তিনি যা মুখে আসে বলতে থাকেন। আজকের দিনে তাঁর বক্তব্যকে কেউ গুরুত্ব দেয় না।

মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : টানা তিনদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও বৃষ্টি হতে পারে। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা দারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে। এছাড়া সমুদ্র থেকেও প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এই দুইয়ের প্রভাবেই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের প্রায় সবকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই সমস্ত জেলায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার উত্তরবঙ্গের ৮ জেলাতেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার মালদা ও দুই দিনাজপুর বাদে বাকি জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর পাশাপাশি পার্বত্য এলাকায় ধসের সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় বেশকিছু এলাকা প্লাবিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

রায়গঞ্জ হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন ১১ করোনা আক্রান্ত রোগী

রায়গঞ্জ, ২৭ জুলাই (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জের কোভিড হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন ১১ জন করোনা আক্রান্ত। সোমবার সন্ধ্যায় ওই রোগীদের ছুটি দেওয়া হয়। সুস্থদের মধ্যে দুজন নার্স ও কোভিড হাসপাতালের একজন নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট রয়েছেন। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ফুলের তোড়া ও মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা জানায় কোভিড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপর স্বাস্থ্য দপ্তরের গাড়ি করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তাঁরা। কোভিড হাসপাতালের সুপারেনটেনডেন্ট দিলীপকুমার গুপ্তা বলেন, এদিন মোট ১১ জনকে সুস্থ করে বাড়ি ফেরানো হল। তাঁদের মধ্যে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের নার্স ও কোভিড হাসপাতালের নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট রয়েছেন। এই মুহূর্তে ৫৪ জন করোনা আক্রান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আশা করছি তাঁরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের আইসোলেশন বিভাগে ডিউটিরত অবস্থায় রোগীদের সংস্পর্শে এসে দুজন নার্স সংক্রামিত হয়েছিলেন। তাঁদের কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। এদিন তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁদেরকে ১৪ দিন হোম কোয়ারান্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোভিড হাসপাতালে মোট ৫৪২ জন করোনা সংক্রামিত রোগী সুস্থ হয়েছেন। কোভিড হাসপাতালের নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি এদিন সুস্থ হয়ে ১৪ দিনের কোয়ারান্টিনে গেলেন।

স্বতস্ফুর্ত সাড়া

● প্রথম পাতার পর

হবে সেই বিষয়ে রবিবার অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে এক বৈঠক হয়েছে।

রাজ্যের সমস্ত জেলাগুলির বাজার কমিটি এবং কো-অর্ডিনেটের সাথে তাঁরা আলোচনা করেছেন। অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি তুষার চক্রবর্তীজানান, তিনদিন মানুষের বাড়ি বাড়ি নিত্য সামগ্রী হোম ডেলিভারি দেওয়া যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ-বিষয়ে সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা জানিয়েছেন, আজ সকাল থেকেই বাড়ি বাড়ি সবজি পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। লকডাউনে প্রবীণ ব্যক্তি-রা বাজারে আসতে পারবেন না। তাছাড়াও, অনেকেই বাজারমুখী এই তিনদিন বাজারমুখী হতে চাইবেন না। তাই, সাইকেল, ঠেলায় করে সবজি নিয়ে অলি-গলিতে যাচ্ছেন হকার-রা। তাঁর দাবি, অতীতেও এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মানুষের সুবিধার্থে তিন দিন বাড়িতেই পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

রঙ্গিটিলায়

● প্রথম পাতার পর

কোনভাবেই আশ্বস্থ করতে পারেননি।

গ্রামবাসীদের মধ্যে জনৈক মহিলা বলেন, ত্রিপুরায় করোনা নেই। সকলেই হাতে তালি দিয়ে সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া, আমাদের গ্রামে বাইরে থেকে কেউ আসেননি। এমনকি, কেউ বাইরে যাননি। তাই, আমরা ভাল আছি। কোন সমীক্ষার প্রয়োজন নেই, জোর গলায় দাবি করেন তিনি। অবশেষে, তাদের অনড় অবস্থানের কাছে নতি স্বীকার করে গ্রামে কোন সমীক্ষা হবে না বলে আশ্বস্থ করে ফিরে যান জেলা শাসক।

এবিষয়ে খোয়াই জেলা শাসক স্মিতা মল বলেন, করোনা সমীক্ষায় গ্রামবাসীদের আপত্তির কারণ খুঁজে পেলাম না। তবে, তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু, তারা কোনভাবেই রাজি নন। তাছাড়া, জোর করে সমীক্ষা করতে চাইছি না। তাই, অবরোধ তুলে দিয়ে ফিরে যাচ্ছি, হতাশার সুরে বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণ করেছে। এর জন্য ১৫ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা আগেই করা হয়েছিল।বর্তমানে গোটা ভারতে ১১ হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে।১১ হাজারের বেশি আইসোলেশন শয্যা রয়েছে। করোনা পরীক্ষার জন্য আগে যেখানে গোটা দেশে একটা মাত্র পরীক্ষাগার ছিল।এখন সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩০০ র বেশি।এই পরীক্ষাগারগুলোতে পাঁচ লাখেরও বেশি নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, মাস্ক এবং টেস্টিং কিট তৈরি করার ক্ষেত্রে ভারত নতুন উচ্চতায় অর্জন করেছে। বারোশো বেশি ম্যানুফ্যাকচারার রয়েছে যারা প্রতিদিন পাঁচ লক্ষ কিট তৈরি করে চলেছে। তিন লাখেরও বেশি এন ৯৫ মাস্ক প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে। তিন লাখেরও বেশি ভেন্টিলেটার তৈরি করার ক্ষমতা ভারত অর্জন করেছে। সবার ঐক্যবদ্ধ মনোভাবের জন্য ভারত এখন আমদানি কমিয়ে দিয়ে রপ্তানি বেশি করছে।আগামী দিনে উৎসবের মরশুমগুলিতে সামাজিক দূরত্ব সর্তকতা বজায় রাখতে হবে।প্রতিষেধক তৈরি করার কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

ছুটে এসে নদী থেকে শিশুর মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়ে শিশুকে কি তার বাবা মা এই নদীতে ফেলে দিয়েছে না খেলতে খেলতে জলে পরে গেছে তা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাচ্ছেনা। কারন অনেক মা বাবাই নিজের সদ্যোজাত শিশুকে দুনিয়ার আলো দেখার পর ড্রেন কিংবা বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেওয়ার মত ঘটনা রাজ্যে আগেই ঘটছে। এখন পুলিশ ঘটনার তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসতে পারে আসল রহস্য।

জামজুড়ি

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এখনো পর্যন্ত এই হামলার ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার সংবাদ নেই। লক ডাউন চলাকালে জামজুড়ি বাজারের হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। লক ডাউন চলাকালে পুলিশি তৎপরতা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা খুঁজে বের করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। অবশ্য ঘটনার পর থেকে পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশকে

● প্রথম পাতার পর

পবিত্র রমজান মাসে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছিল।সাথে তিনি যোগ করেন, পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গভীরতা সময়ের সাথে পরীক্ষিত। করোনা অতিমারিতেও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার গতি কমেনি এবং ঐতিহাসিক মুজিব বর্ষে প্রত্যাশা পূরণে মাইলফলক পার করতে পেরে তিনি আনন্দিত বলে জানিয়েছেন ডঃ এস জয়শঙ্কর।

অনুষ্ঠানে রেল এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়াল বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্যবহারের জন্য ১০ টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ হস্তান্তরিত করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই লোকোমোটিভগুলি ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে চলমান মালবাহী ট্রেন পরিচালনা করতে কার্যকর হবে। তাঁর দাবি, বাংলাদেশে এই লোকোমোটিভগুলির ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সেগুলি পরিবর্তিত করা হয়েছে। তাঁর কথায়, উন্নয়ন ও বিকাশ অর্জনে নিজ নিজ প্রয়াসে আমরা বিশাল পদক্ষেপ রেখেছি। গত কয়েক বছরে ভারত ও বাংলাদেশ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আজ সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছে।

রেলমন্ত্রী বলেন, ভারতের পররাষ্ট্র নীতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি-র প্রতিফলন করেছে। তাঁর দাবি, ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশ ১৯৬৫ সালের পূর্বের রেল সংযোগ পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর। তৎকালীন ৭টি রেল লিঙ্কগুলির মধ্যে ৪টি এখনও কাজ করছে। তিনি বলেন, এই অঞ্চলে রেল যোগাযোগ আরও জোরদার করার জন্য ভারতের আগরতলা এবং বাংলাদেশের আখাউড়ার মধ্যে একটি নতুন রেল যোগাযোগ ভারতের আর্থিক সহায়তার অধীনে নির্মিত হচ্ছে।

রেলমন্ত্রীর বক্তব্য, করোনা-র প্রকোপ চলাকালীন উভয় রেলওয়ে সংকট পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দূরদর্শিতা দেখিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনের পদক্ষেপের মাধ্যমে সরবরাহ শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে। বাংলাদেশের বেনাপোল হয়ে পার্সেল ট্রেন ও কনটেইনার ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এই দুটি পরিষেবা ইতিমধ্যে জুলাই মাসে শুরু হয়েছে। এগুলি আমাদের উভয় পক্ষ থেকে বিস্তৃত পণ্য সরাতে সক্ষম করেছে। এদিন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বাংলাদেশের রেল নেটওয়ার্কের উন্নয়নে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ ও সীমাহীন সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধিতে এবং দু”দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করতে রেলওয়ে সহযোগিতার তাৎপর্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

সোমবার বিকেলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার গেদে রেলস্টেশন থেকে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট এলাকা দিয়ে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনে গিয়ে পৌঁছায় ১০টি ব্রডগেজ রেল ইঞ্জিন। তাতে, খুশির জোয়ার বাংলাদেশে।

ফ্রান্স থেকে

● প্রথম পাতার পর

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবুধাবির আফ ধাফরা এয়ারবেসে হবে সাময়িক যাত্রাবিরতি। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ওই বিমানঘাঁটিতে পুনরায় রাফাল যুদ্ধবিমান গুলিতে জ্বালানি ভরবে ফ্রান্সের এয়ার ফোর্স ট্যাঙ্কার এয়ারক্রাফ। ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলটরা উড়িয়ে নিয়ে আসছেন পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান। মোট ৩৬টির মধ্যে বাকিগুলি ধাপে ধাপে পৌঁছবে ভারতে। আর দ্বিতীয় ধাপেই আসবে পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে।

রাফালের পরিচিতি বিশ্বের প্রথম সারির যুদ্ধবিমান হিসেবে। যা বিমানঘাঁটি কিংবা সমুদ্রের বুকে ভাসতে থাকা বিমানবাহী জাহাজের রানওয়ে থেকে উড়ে গিয়ে শত্রুঘাঁটিতে হামলা চালাতে সক্ষম। ২০১৬ সালে হওয়া ৫৯ হাজার কোটি টাকার চুক্তি অনুযায়ী প্রথম লপ্তে যে ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান ভারতের পাওয়ার কথা, তার সব ক'টি এ দেশে পৌঁছবে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই যুদ্ধবিমান নিয়েই মোদী সরকারের প্রথম দফায় রাফাল কেনা ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় জলঘোলা হয়েছে বিস্তর। ফ্রান্স নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জে আশরাফ জানিয়েছেন, পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান গতিময়, বহুমুখী এবং মারাত্মক বিমান। সৌন্দর্য্যও অপরূপ। যথা সময়ে রাফাল পাঠানোর জন্য ফ্রান্সের দাসো অ্যাভিয়েশনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সমস্ত ধরনের সহায়তার জন্য ফ্রান্স সরকার এবং ফ্রান্স বায়ুসেনাকেও ধন্যবাদ। ২৯ জুলাই ছ'টি রাফাল অম্বালায় পৌঁছবে। অর্থাৎ আগস্ট মাসের গোড়াতেই পুরোদস্তর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ওই রাফাল বহর।

ইউপিএ জমানায় ফ্রান্সের দাসো অ্যাভিয়েশনের সঙ্গে ১২৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সরকারের আমলে ২০১৫ সালে সম্পাদিত নতুন চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স থেকে ৩৬টি রাফাল কিনবে ভারত। গত ৮ অক্টোবর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের ফ্রান্স সফরের সময় দক্ষিণ ফ্রান্সে দাসো কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতের হাতে প্রথম রাফাল যুদ্ধবিমান হস্তান্তর করেছিল। সোমবার ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকালের ফ্রান্সের মেরিগনাকে, দাসো অ্যাভিয়েশন ফেসিলিটি (বায়ুঘাঁটি) থেকে ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে অত্যাধুনিক পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান। পাঁচটি বিমানের মধ্যে তিনটি এক-সিটের এবং দু"টি দুই-সিটের। ২৯ জুলাই আম্বালায় ভারতীয় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে এসে পৌঁছবে রাফাল যুদ্ধবিমান গুলি।

বাজেয়াপ্ত

আটের পাতার পর

হয়েছে।অবশ্য মদ বিরোধী অভিযান চালিয়ে মদ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও কাউকে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ মধ্যক তাণ্ডবে এলাকার পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে।পুলিশ এসব বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।পুলিশ মদ বিক্রেতা এবং মদ্যপ দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে স্থানীয় জনগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।এ ধরনের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে যাত্রাপুর থানার পুলিশ বিরোধী অভিযানের সামিল হয় বলে জানা গেছে।

১৪৬,৯০৯

আটের পাতার পর

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, লাগাতার বাড়তে বাড়তে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯০৯-তে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৫১৮ জনের।

৩৬,৮৭৮

আটের পাতার পর

জন, বন্সওয়াড়ায় ১০ জন, বরণে ৬ জন, বারমের-এ ২৫ জন, ভিলওয়ারায় ২৬ জন, দৌসায় ৬ জন, গঙ্গানগরে ১৬ জন, হনুমানগড়ে ৯ জন, জয়পুরে ৩৬ জন, জালোরে ৬ জন, ঝুনঝুনুতে ৯ জন, কোটায় ৫০ জন, নাগাউরে ৩৮ জন, সিকারে ২৫ জন এবং সিরোহিতে ১৩ জন সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬,৮৭৮-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৬,১২৩ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১০,১২৪ এবং নতুন করে ৭ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬৩১ জনের।

গাফিলতিরে অভিযোগ

আটের পাতার পর

শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করেন নি। বিগত তিন চার মাস ধরে লকডাউন চলাকালে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র টি খোলেননি। এ ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষজন। এলাকাবাসীর অভিযোগ সরকার লবণ চলাকালেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শিশুখাদ্য বরাদ্দ করেছে। অথচ মগবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলেননি এবং শিশুদের মধ্যে কোন ধরনের খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করেননি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর ধরনের কার্যকলাপে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে এলাকায়।বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকার অভিভাবকরা।

শেষ পাতে কার কপাল খুলবে ?

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ কারা হবে সেটা নিশ্চিত হলেও প্রিমিয়ার লিগ থেকে আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে কে যাবে, তা নিয়ে এখনো রয়েছে সংশয়। জেনে নিন চ্যাম্পিয়নস লিগে ওঠার জন্য ক্লাবগুলোর সমীকরণতিরিশ বছর পর এবারই যে লিভারপুলের লিগ শিরোপাখরা মিটছে, তা নিশ্চিত হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগেই। নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটির দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিয়েও। তাও কী ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের আকর্ষণ বিন্দুমাত্রও কমেছে ?মোটেও না ।বরং প্রিমিয়ার লিগের শেষ রাউন্ডে ম্যাচগুলোর আগেও ভর করেছে প্রবল উত্তেজনা। বিশেষ করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি ও লেস্টার সিটির সমর্থকদের মধ্যে। উত্তেজনাটা চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা পাওয়া নিয়ে। গত রাউন্ডে লিভারপুলের কাছে চেলসির হার ও সপ্তাহখানেক আগে সাউদাম্পটন-বোর্নমাউথের কাছে ইউনাইটেড-লেস্টারের হার উত্তেজনাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেছে একদম শেষ মাথায়। আগামীকাল লিগের শেষ ম্যাচে একই সময়ে মাঠে নামবে ২০টি দল। সেখানে সবার চোখ আলাদাভাবে থাকবে এই তিন দলের ম্যাচের ওপর ।শেষ দিনে ইউনাইটেড আবার লড়বে লেস্টারের সঙ্গে। চেলসির প্রতিপক্ষ উলভারহ্যাম্পটন। এর মধ্যে নিজেদের মাঠে খেলা হওয়ার কারণে চেলসি ও লেস্টার ইউনাইটেডের তুলনায় একটু সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। তারপরও মাঠই যেখানে দর্শকশূন্য, সেখানে নিজের মাঠ আর পরের মাঠে খেলায় কতটুকুই বা পার্থক্য হয় !পয়েন্ট টেবিলে বর্তমানে ইউনাইটেড ও চেলসি সমানে সমান। গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে চতুর্থ অবস্থানে আছে চেলসি (ইউনাইটেডের ২৮, চেলসির ১৩), ওদিকে এক পয়েন্ট কম নিয়ে লেস্টার পঞ্চম স্থানে থাকলেও গোল ব্যবধানের দিক দিয়ে তাঁরা ইউনাইটেডের একদম সমান। আসুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কী কী হলে ক্লাব তিনটি আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলতে পারবে।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলবে: যদি লেস্টারের বিপক্ষে তাঁরা ড্র করে বা জেতে। কিংবা যদি চেলসি উলভারহ্যাম্পটনের কাছে হারে তাহলে লেস্টার-ইউনাইটেডে ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলবে ।খেলবে না : যদি চেলসি ড্র করে ও ইউনাইটেড লেস্টারের বিপক্ষে হেরে যায়, তাহলে চ্যাম্পিয়নস লিগে যাওয়া হবে না রেড ডেভিলদের ।চেলসি

চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলবে : উলভসের সঙ্গে জিতলে বা ড্র করলেই চ্যাম্পিয়নস লিগে চলে যাবে চেলসি। ইউনাইটেড যদি লেস্টারকে হারিয়ে দেয়, তাহলে তাঁরা উলভারহ্যাম্পটনের কাছে হারলেও চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলবে ।খেলবে না : চেলসি যদি হারে, আর ওদিকে লেস্টার যদি জিতে, তাহলে চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বাদ পড়বে চেলসি।

লেস্টার সিটি

চ্যাম্পিয়ন লিগে খেলবে : ইউনাইটেডকে হারাতেই হবে লেস্টারের, চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিতে। কিন্তু চেলসি যদি উলভারহ্যাম্পটনের কাছে হেরে যায়, তাহলে ইউনাইটেডের বিপক্ষে ড্র করেও চ্যাম্পিয়নস লিগে চলে যাবে লেস্টার ।খেলবে না : লেস্টার নিজেদের ম্যাচ হেরে গেলে যত যা-ই হোক না কেন, চ্যাম্পিয়নস লিগে সুযোগ পাবে না।

অ্যানফিল্ড বিপর্যয়ের পর বার্সেলোনার বিবর্ণ বছর

সব বড় সাফল্যের পিঠেই থাকে একটা ব্যর্থতার গল্প। লিভারপুল নিজেদের মাঠে লিখেছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসের অন্যতম সেরা প্রত্যাবর্তনের গল্প। বার্সেলোনার জন্য যা ইউরোপ সেরার লড়াইয়ের আরেকটি বেদনাগাথা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত কয়েক মৌসুমে সময়টা ভালো কাটেনি বার্সেলোনার। টানা তিন আসরে কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে ছিটকে পড়ে স্প্যানিশ দলটি। আগের মৌসুমে রোমার মাঠে বিব্রতকর হারের স্মৃতি তখনও তাজা।

গত মৌসুমে অনেকটাই নিজেদের ফিরে পেয়েছিল বার্সেলোনা। শেষ আটের গেরো কাটিয়ে জায়গা করে নিয়েছিল শেষ চারে। নিজেদের মাঠে লিভারপুলকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে জাগিয়েছিল ফাইনালে খেলার আশা। কে জানতো, আবারও তাদের পুড়তে হবে আশাভঙ্গের বেদনায়। ফিরতি পর্বে বাজে ফুটবল খেলে ছিটকে পড়ে তারা।

বার্সেলোনার সাফল্যে ভরা ইতিহাসে 'অ্যানফিল্ডের সেই বিপর্যয়' অনেকের কাছে কালো এক অধ্যায়। সেই কষ্ট হয়তো আজও কাতালান ক্লাবটির অনেককে তাড়া করে ফেরে। হতাশার সেই অধ্যায়ের বৃহস্পতিবার পূর্ণ হলো এক বছর। কাম্প নউয়ে শেষ আটের প্রথম পর্বে একপেশে লড়াইয়ে ৩-০ গোলে জিতে ফাইনাল এক পা দিয়েই রেখেছিল বার্সেলোনা। কিন্তু ফিরতি পর্বে পুরোপুরি খেই হারিয়ে ফেলে তারা।

সপ্তম মিনিটে দিভোক ওরিগির গোলে শুরু। ৫৪তম মিনিটে জর্জিনিয়ো ভিনালডাম ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দুই মিনিট পর ডাচ এই মিডফিল্ডারের দ্বিতীয় গোলে দুই লেগ মিলে স্কোরলাইন হয়ে যায় ৩-৩। তখনও লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের আশা বেঁচে ছিল, একটি গোল করতে পারলেই তো ম্যাচ তাদের হাতে চলে আসত। পারেনি সফরকারীরা। ৭৯তম মিনিটে ওরিগির গোলে পূর্ণতা পায় লিভারপুলের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই।

ওই হারের পর আবারও আগের আসরের 'রোমা অধ্যায়' নতুন করে আলোচনায় উঠে আসে। সেবার প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ৪-১ গোলে জেতার পর ফিরতি পর্বে ৩-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছিল বার্সেলোনা।

লিভারপুলে হেরে ছিটকে যাওয়ার পর ওঠে সমালোনার ঝড়; যেন প্রমাণ হয়ে যায়, আগের বছরের সেই তেতো অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখেনি তারা ।অ্যানফিল্ডে হারের খানিক পরই বার্সেলোনা গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন বলেছিলেন, "এই হারের কারণ জানতে মনের গভীরে গিয়ে মনস্তাত্বিক দিকগুলো বুঝতে হবে।"

ভেঙে পড়া লিওনেল মেসির কাছে পুরো বিষয়টি ছিল দুর্ভাগ্যজনক। ডিফেন্ডার জেরার্দ পিকের কাছে দুঃস্বপ্ন।

"এটি দুঃস্বপ্ন, যা আমাদের অনেক দিন তাড়া করবে।"

সেবার বার্সেলোনা লা লিগা জিতলেও অ্যানফিল্ডের সেই হার খেলোয়াড় যেন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। লুইস সুয়ারেসের কথায় তা ফুটে ওঠে।

"আমরা অনেক দিন, সপ্তাহ ভুগেছি। আমি বাসা থেকে বের হতে চাইতাম না। অনেক সতীর্থের মত সময়টা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল।"

ক্লাবটির ওপর সেই রাতের বিরূপ প্রভাব বেশ ভালোভাবেই পড়েছিল। ওই হারের পর তখনকার কোচ এরনেস্তো ভালভেরদেকে ছাঁটাই করা উচিত ছিল বলে অনেকের মত। কিন্তু বার্সেলোনা তা করেনি। অবশ্য তাতে ভালো কিছুও হয়নি; মৌসুমের মাঝামাঝি গত জানুয়ারিতে তাকে বিদায় করে কর্তৃপক্ষ। ক্লাবটির ইতিহাসে গত ১৫ বছরে কোচ ছাঁটাইয়ের যা প্রথম ঘটনা।

ভালভেরদে যাওয়ার কিছুদিন পর দলটির অন্যতম পরিচালক এরিক আবিদাল মন্তব্য করে বসেন, ভালভেরদের সময় ফুটবলারদের অনেকে মাঠে শতভাগ দেননি।

তার এমন কথায় ক্ষেপে যান মেসি। ছয়বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা সাবেক সতীর্থের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন, "ফুটবলারদের নিয়ে এ ধরনের কথা বললে তাদের নাম উল্লেখ করা উচিত। তা না হলে, অনেক কিছু ছড়ায় যা সত্যি নয়।" আবিদালের পেশাদারিত্ব ও ক্লাবের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পরে ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ দুজনের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সুরাহা করেন।

সেখানেই শেষ নয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ক্লাবটির বিরুদ্ধে অনেক বড় অভিযোগের খবর বের হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যম তাদের প্রতিবেদনে দাবি করে, বার্তোমেউয়ের ভাবমূর্তি বাড়াতে ও যারা তার মতের বিপক্ষে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে বার্সেলোনা 'আইথ্রি' নামের একটি প্রতিষ্ঠান ভাড়া করেছে। তুমুল সমালোচনার মুখে 'এসব খবর পুরোপুরি ভিত্তিহীন' বলে বিবৃতিতে জানায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

এর পর তো মার্চে করোনাভাইরাসের আঘাতে স্থগিত হয়ে যায় সব ধরনের খেলাধুলা। তবে বিতর্ক পিছু ছাড়েনি দলটিকে। গত ১০ এপ্রিল ক্লাবটির একসঙ্গে ছয় জন পরিচালক পদত্যাগ করেন।

পদত্যাগের কারণ হিসেবে সঙ্কটকালীন সময়ে ক্লাবের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে তৈরি হওয়া ইস্যু এবং করোনাভাইরাসে সৃষ্টি হওয়া জরুরি অবস্থা পরবর্তী ক্লাবের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বলা হয় তাদের যৌথ বিবৃতিতে।

সবকিছু মিলে গত বছরের মে মাসে সেই যে লা লিগা জিতেছিল বার্সেলোনা, এরপর বারবার শুধু খারাপ খবর তাড়া করছে দলটিকে।

চলতি মৌসুমে তাদের পারফরম্যান্সেও ওঠানামা আছে। তবে লা লিগা শিরোপা ধরে রাখার পথে ভালোভাবেই এগিয়ে আছে তারা। স্থগিত হয়ে থাকা লিগে ২৭ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে শিরোপাধারীরা। দুইয়ে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে এগিয়ে আছে ২ পয়েন্টে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখনও টিকে আছে বার্সেলোনা। শেষ ষোলোর প্রথম লেগে নাপোলির মাঠে ১-১ গোলে ড্র করেছে দলটি। বিলবাওয়ের মাঠে ১-০ গোলে হেরে কোপা দেল রে থেকে বিদায় নিয়েছে দলটি।

আবারও কপাল পোড়ার শঙ্কায় রিচার্ডসন

দুর্ভাগ্য যেন পিছু ছাড়ছে না জাই রিচার্ডসনের। কাঁধের চোটে খেলা হয়নি ২০১৯ বিশ্বকাপে। আরেকটি বিশ্বকাপের আগে ফের মাথাচাড়া দিয়েছে সেই পুরনো চোট। করাতে হয়েছে অস্ত্রোপচার। সেরে উঠে মাঠে ফিরতে যে সময় লাগবে, তাতে দেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে না পারায় শঙ্কায় পড়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ান পেসার।

গত বছরের মার্চে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ফিল্ডিংয়ের সময় কাঁধে চোট পান রিচার্ডসন। এক বছর ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে। সবশেষ খেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে গত মার্চে। পার্থ স্কোরচার্সের হয়ে গত বিগ ব্যাশে দারুণ ছন্দে ছিলেন ২৩ বছর বয়সী এই পেসার।

ঘরোয়া মৌসুমে খেলার সময় পুরনো চোট আবার মাথাচাড়া দিলে গত মাসের শেষদিকে ফের অস্ত্রোপচার করা হয় তার। এতে অক্টোবরে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নও ভেস্তে যেতে পারে রিচার্ডসনের।

যদিও করোনাভাইরাসের কারণে বৈশ্বিক এই আসর নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। তবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসক অ্যালেক্স কউন্টুরিস জানান, মাঠে ফিরতে ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে রিচার্ডসনের।

"যখন শরীরের কোনো অংশ স্থানচ্যুত হয়, সব লিগামেন্ট আলগা হয়ে যায়। সেগুলোকে ঠিক করার জন্য অস্ত্রোপচার জরুরি। অতীতে আরও অনেক ক্রিকেটারের এটা করতে হয়েছে।

"সর্বকালের সেরা অ্যাথলেট মেসি"

নিজের ভাইয়ের ছেলে টেনিস ইতিহাসের অন্যতম সফল তারকা; ফরাসি ওপেনের রেকর্ড জয়ী, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন। তবে বিশ্বের সব খেলাধুলার বিচারে রাফায়েল নাদালকে মোটেও সেরা মানেন না তার চাচা ও কোচ টনি নাদাল। তার দৃষ্টিতে, সর্বকালের সেরা অ্যাথলেট হলেন লিওনেল মেসি। নাদাল, রজার ফেদেরার ও নোভাক জোকোভিচ মিলে গড়েছেন টেনিসের সোনালী যুগ। তবে টনির দৃষ্টিতে তাদের কেউ মেসির সমতুল্য নয়। আর্জেন্টাইন পত্রিকা লা নাচিওনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসির ভূয়সী প্রশংসা করেন ৫৯ বছর বয়সী এই স্প্যানিয়ার্ড।

রিয়ালে নতুন যুগের সূচনা করবে এমবাপে, বিশ্বাস এমেরির

গতি, স্কিল, মানসিক দৃঢ়তা-সব কিছুর সমন্বয়ে তরুণ বয়সেই মিলেছে তারকা খ্যাতি। সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপে, পিএসজিতে ধরে রেখেছেন ধারাবাহিকতা। রিয়াল মাদ্রিদে গেলে সেখানে কিলিয়ান এমবাপে নিজের ছাপ রাখতে এবং ক্লাবটিকে নতুন এক যুগের সূচনা করতে সক্ষম, মনে করেন উনাই এমেরি।

পিএসজির সঙ্গে এমবাপের চুক্তি ২০২২ সাল পর্যন্ত। তবে আগামী দলবদলের বাজারেই তাকে দলে টানতে রিয়াল জোর চেষ্টা চালাবে বলে গণমাধ্যমের খবর। স্প্যানিশ ক্লাবটির প্রতি ভালোলাগার কথা এর আগে নিজেও জানিয়েছেন এমবাপে।

পিএসজির কোচ থাকার সময় ২০১৭-১৮ মৌসুমে এমবাপেকে খুব কাছ দেখেছেন এমেরি। সেবার লিগ ওয়ানসহ ফ্রান্সের তিনটি প্রতিযোগিতার শিরোপাই জিতেছিল প্যারিসের ক্লাবটি। দলটির ঘরোয়া ট্রেবল জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এমবাপের।

মূলত কাছ থেকে দেখার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সম্প্রতি স্প্যানিশ দৈনিক এএসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমবাপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এমেরি।

"অবশ্যই, তার সামর্থ্য আছে (রিয়াল) মাদ্রিদে নিজের ছাপ রাখার। তাকে কোন লিগে খেলার পরামর্শ দিব? যখন আমি ফ্রান্সে ছিলাম, তখন তার ওখানে থাকায় ভালো লেগেছে কারণ, আমি তার খেলা উপভোগ করতাম। যখন আমি ইংল্যান্ডে গেলাম, চাইতাম সে প্রিমিয়ার লিগে খেলুক। ভবিষ্যতে যদি আমি স্পেনে ফিরে যাই, তাকে সেখানে চাইব।"রিয়ালের প্রতি আগ্রহ থাকলেও পিএসজিতে এখন সময় ভালো কাটছে বলে মাঝে নিজেই জানিয়েছেন এমবাপে। তবে গত বছরের নভেম্বরে আর্সেনাল থেকে ছাঁটাই হওয়া এমেরির বিশ্বাস, রিয়াল এই তরুণের ক্যারিয়ারকে সমৃদ্ধ করতে পারবে।

"নিশ্চিতভাবে পিএসজির কিছু বিষয় তার ক্যারিয়ারকে সমৃদ্ধ করবে, কিছু হয়তো পারবে না। সেগুলো হয়তো রিয়াল মাদ্রিদে পাওয়া সম্ভব।"

"আমরা ভাগ্যবান যে বিশ্বের দুটি সেরা দল বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ পেয়েছি। আমি চাইব, বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা সেখানে খেলুক।"

ছিটকে গেলেন বার্সেলোনার উমতিতি

লম্বা সময় পর অনুশীলনে ফেরার দ্বিতীয় দিনেই দুঃসংবাদ দিল বার্সেলোনা। ব্যক্তিগত অনুশীলন চলাকালীন সময় চোট পেয়ে ছিটকে গেছেন দলটির সেন্টার-ব্যাক সামুয়েল উমতিতি।

বিশ্বকাপজয়ী ফরাসী ডিফেন্ডারের ডান পায়ের পেশিতে চোটের বিষয়টি শনিবার এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করে বার্সেলোনা। তার ফেরার সম্ভাব্য দিনক্ষণ জানানো হয়নি।

২৬ বছর বয়সী এই ফুটবলার গত কয়েক মৌসুম ধরে হাঁটু ও পায়ের পাতার সমস্যায় ভুগছেন। ২০১৯-২০ মৌসুমে কাতালান দলটির হয়ে খেলেছেন ১৬টি ম্যাচ।

করোনাভাইরাসের কারণে দেড় মাসের বেশি সময়ের ঘরবন্দি জীবন শেষে শুক্রবার ফুটবলের সবুজ আঙিনায় পা রাখেন লা লিগার ফুটবলাররা। মার্চ থেকে স্থগিত থাকা ফুটবল মৌসুম আগামী জুনে পুনরায় শুরুর লক্ষ্য কর্তৃপক্ষের।

স্পেনের শীর্ষ লিগে ২৭ রাউন্ড শেষে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে সবশেষ ২০১৬-১৭ মৌসুমে লিগ জেতা রিয়াল। আগামী সোমবার থেকে অনুশীলন শুরু করবে মাদ্রিদের দলটি।

বুন্ডেসলিগা ফিরছে ১৬ মে

সব প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তা দূরে ঠেলে বুন্ডেসলিগা শুরুর দিনক্ষণও ঠিক করে ফেলল কর্তৃপক্ষ। মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়া জার্মানির শীর্ষ লিগ মাঠে ফিরবে আগামী ১৬ মে।

জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মের্কেল বুধবার জানান, এ মাসেই ফিরছে বুন্ডেসলিগা। পরদিন বৃহস্পতিবার জার্মান ফুটবল লিগ (ডিএফএল) এক বিবৃতিতে প্রতিযোগিতাটি মাঠে ফেরার দিন চূড়ান্ত করল।

মৌসুমের বাকি সব ম্যাচ হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। এই প্রথম ইউরোপের শীর্ষ কোনো লিগ মাঠে ফিরতে যাচ্ছে।

ফেরার দিনে মুখোমুখি হবে শালকে ও বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। ডর্টমুন্ডের চেয়ে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে থাকা বায়ার্ন মিউনিখ পরদিন খেলতে যাবে ইউনিয়ন বার্লিনে।

অধিকাংশ দলের ৯টি করে ম্যাচ বাকি আছে। আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট ও ভার্ডার ব্রেমেনের একটি করে ম্যাচ বেশি বাকি। শেষ রাউন্ডের খেলা হবে ২৭ ও ২৮ জুন।

২৫ ম্যাচ খেলে শীর্ষে থাকা বায়ার্ন মিউনিখের অর্জন ৫৫ পয়েন্ট। দুইয়ে থাকা ডর্টমুন্ডের পয়েন্ট ৫১।

করোনাভাইরাস: ব্রাজিলিয়ান ক্লাবের ৩ ফুটবলার আক্রান্ত

কোপা লিবের্তাদোরেস চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লামেঙ্গোর তিন জন ফুটবলার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে তাদের কারো মধ্যে কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি।

রিও দে জেনেইরোর ক্লাবটি বুধবার এক বিবৃতিতে জানায়, খেলোয়াড়, তাদের পরিবার ও বাসায় কাজ করা লোকজনসহ মোট ২৯৩ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানো হয়। এর মধ্যে ৩৮ জনের ফল পজিটিভ এসেছে। তবে তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

ক্লাবটিতে ৪০ বছর ধরে কাজ করা এক কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত সোমবার মারা গেছেন। ব্রাজিলে এখন পর্যন্ত সাড়ে আট হাজারের বেশি মানুষ কোভিড-১৯ রোগে মারা গেছে। মহামারীর মধ্যেই ফুটবল পুনরায় শুরুর কথা বলেছিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো।

মাঠে ফিরছে বুন্ডেসলিগা

করোনাভাইরাসের প্রভাবে থমকে থাকা ফুটবল মৌসুম অবশেষে গতি পেতে যাচ্ছে। এ মাসেই পুনরায় শুরু হচ্ছে জার্মানির শীর্ষ লিগ বুন্ডেসলিগার চলতি মৌসুম।

জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মের্কেল বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। জার্মান ফুটবল লিগ (ডিএফএল) বৃহস্পতিবার খেলা শুরুর তারিখ জানাবে।মৌসুমের বাকি সব ম্যাচই হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। এই প্রথম ইউরোপের শীর্ষ কোনো লিগ মাঠে ফিরতে যাচ্ছে।

বুন্ডেসলিগার বাকি আছে আর ৯ রাউন্ড। ২৫ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বায়ার্ন মিউনিখ। তাদের চেয়ে ৪ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। জার্মান ফুটবলের শীর্ষ দুই বিভাগের ৩৬ ক্লাবের এক হাজার ৭২৪ জন খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের কোভিড-১৯ পরীক্ষায় ১০ জনের পজিটিভ আসার খবরের একদিন পরই এলো এই ঘোষণা।

গত মাসে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে অনুশীলনে ফেরেন খেলোয়াড়রা। ৯ মে থেকে খেলা শুরু করতে চেয়েছিল ফেডারেশন। তবে সরকারের সিদ্ধান্তে পিছিয়ে যায়।

সন্ধান চাই

Ref. College Tilla TOP GD No.06 Dt.18/07/2020.

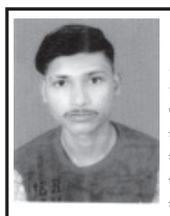

পাশের ছবিটি শ্রী স্বপন নম সুদ্র, পিতা - শ্রী সুরেশ নম সুদ্র, সাং পূর্ব আড়ালিয়া এএমসি ওয়ার্ড নম্বর ১৭, থানা - পূর্ব আগরতলা, বয়স - ২২ বছর, গায়ের রং শ্যামলা, উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, পরনে কালো পেন্ট ও কালো গেঞ্জি। গত ১৬/০৭/২০২০ ইং তারিখ আনুমানিক বিকাল ৩টা সময় কাউকে না বলে নিজ বাড়ি হইতে চলে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরের উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারও কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) -০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) পূর্ব আগরতলা থানা- ০৩৮১-২৩২-৫৭৭৪

ICA-D-315/20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
NO: e-PT-11/EE/RD/TLM-DIV/20-21, Dt: 18/07/2020

„The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 5.00 P.M on 10/08/2020 for 01(One) No construction works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766/9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1151/2020-21
Sd/Illegible
Executive Engineer R.D.
Teliamura Division Teliamura,
Khowai Tripura

SHORT NOTICE INVITING RE-TENDER

Sealed Re-tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied fist, seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.) of Tulashikhar R.D.Block under Khowai Sub-Division producing available quantity of fish fingerlings in their owned/Leased out water bodies for supply of major Carp mixed Fingerlings (Catla,Rohu, Mrigal, Silver carp & Common Carp) etc. in different GP areas under the khowai R.D. Block during the year 2020-21. The last date of Submission of the tender is 04/08/2020 up to 3.00 PM. The eligible tenderer must be within the area of Tulashikhar R.D.Block. The interested Tenderer, may contact with the office of the undersigned on or before 03/08/2020 on any working days (from 11.00 am to 5.00 PM) for collection of tender form and detail terms and condition.

ICA/C-1144/2020-21
(NIRUPAM DAS)
SUPERINTENDENT OF FISHERIERS
KHOWAI SUB-DIVISION

MEMO

In pursuance to the Depttl. letter vide No.F.5(24)-FISH(DEV)/KHW/2019020/22411-12,dt 22/07/2020, the Short Notice inviting tender, invited vide this office letter No.F4(31)-SF/KHW /DEV/2020- 21/132-36,dt 06/06/20 and No.F4(31)-SF/KHW/DEV/ 2020-21/117-21, dt 06/06/20 for procurement of Catla and Indian major carp mixed fingerling (7cm and above) respectively under Tulasikhar R.D Block is regretted by the Department of Fisheries, showing the reason of much higher rate quoted by the quotationers in comparison to estimated cost of scheme Guidelines as per Departmental Annual Action plan 2020-21 and hence it is treated as cancelled.

The next date of inviting tender for the said block will be communicated shortly through the local daily news paper.

ICA/C-1141/2020-21
(Nirupam Das)
Supdt. of Fisheries
Khowai Sub-Division.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-08/EE/RDAD/2020-21 Dt. 18/07/2020

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system frnm the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 07/08/2020 for the following works: (1) "Construction of Additional Room/Laboratory at D C Para Hemanta Smriti Vidyalaya H. S. School, Old Agartala R D Block under Samagra Shiksha Programme." ECV: 72,59,114.00. (2) "Repair & Maintenance works at Biplabi Khudiram Chatrawas attached to AD Nagar Class XII School, Sadar, West Tripura." ECV: 7,22,971.00 (3) "Maintenance of Girls' Hostel at Natun Nagar Girls H. S. School under R D Mohanpur Sub-Division." ECV: 5,02,943.00 "Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be av ilatie in the website only.

ICA/C-1131/2020-21
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

দেশের সামরিক বাহিনীকে অপমান করে চলেছেন রাহুল কটাক্ষ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.): গালওয়ান উপত্যকায় শহীদ জওয়ানদের স্মৃতিকে একনাগাড়ে অপমান করে চলেছেন রাহুল গান্ধী। নেহেরু-গান্ধী পরিবার ক্ষমতায় থাকাকালীন কয়েক হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত জমি চিনকে দিয়ে দিয়েছিল বলে দাবি করেছে বিজেপি।
সোমবার বিজেপি মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ জি বি এল নরসিমহা রাও জানিয়েছেন, ফের রাহুল গান্ধী বাহাদুর সেনা জওয়ানদের অপমান করে চলেছেন। নিজের ভুলগুলোর থেকে কোনও রকমের শিক্ষা নেননি রাহুল গান্ধী। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক এর সময়ও ভারতের সামরিক বাহিনীকে অপমান করেছিলেন রাহুল গান্ধী।এখনও তিনি সেই ধারা বজায় রেখেছেন। দেশের সামরিক বাহিনীকে ক্রমাগত অপমান করে যাওয়ার জেরে ২০১৯ সালে রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখনও অপমান করে চলেছেন।
উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার সামাজিক মাধ্যমে নিজের ভিডিও সিরিজ প্রকাশ করেন রাহুল গান্ধী। সেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে চিনা সেনা ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে।যার জেরে শুরু হয়ে গিয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা।

কমলাসাগরের নতুন কলোনীতে বানরের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। একদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষ যখন দিশেহারা ঠিক সেইসময়ে কমলাসাগর এর নতুন কলোনি এলাকায় বানরের যন্ত্রণায় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এলাকার মানুষজন কোন ধরনের ফসল ঘরে তুলতে পারছেন না। বানরের দল যাবতীয় ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। তাতে এলাকার গরিব অংশের মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছেন। শুধু তাই নয় রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা ও মানুষের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বানরেরা দলবেঁধে রাস্তাঘাট অবরুদ্ধ করে রাখছে। রাস্তায় বের হলে বানরের দল তারা করছে মানুষজনকে। ইদানীংকালে বানরের উৎপাত ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে কমলাসাগর এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন জানিয়েছেন। বিষয়টি স্থানীয় জনগণের তরফে বনদপ্তর এর কর্মকর্তাদের নজরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।কিন্তু বনদপ্তর এ ব্যাপারে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। বানরের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ জনকে সরকারি সাহায্য সহায়তা প্রদানের দাবি উঠেছে।

যাত্রাপুরে বিস্তর পরিমাণে বিলেতী মদ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। যাত্রাপুর থানার পুলিশ মদবিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে যাত্রাপুর থানা এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে মদের রমরমা চলেছে বলে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে যথারীতি সাফল্য পেয়েছে পুলিশ।বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ মদ উদ্ধার করা

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার লকডাউনের সকাল। ছবি- নিজস্ব

সিপাহীজলা জেলাতেও শুরু বাড়ি বাড়ি করোনার সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুলাই।। ২৭ জুলাই সকাল থেকে শুরু হলো সিপাহীজলা জেলায় ১০০ু হাউজহোল্ড সার্ভে। সার্ভের কাজ চলবে আগামী ২রা আগস্ট পর্যন্ত। সাত দিনব্যাপী চলবে গোটা সিপাহীজলা জেলায় হাউজহোল্ড সার্ভে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। সর্বমোট পরিবার রয়েছে এক লক্ষ সাতাশ হাজার ২৬২। বিশালগড় মহকুমায় রয়েছে ৫০০০০ পরিবার। গুটা সিপাহীজলা জেলায় সর্বমোট জনসংখ্যা রয়েছে সাড়ে পাঁচ লক্ষ।
প্রতিটি পরিবারে হাউজহোল্ড সার্ভে করা হবে। ৫৫১ টি সার্ভে টিম রয়েছে। এই টিমকে পরিচালনা করার জন্য সিপাহীজলা জেলায় ৪৪ জন সুপারভাইজার রয়েছেন। এই সুপারভাইজারদের পরিচালনা করার জন্য ডিস্ট্রিক লেভেল এবং এসডিএম লেভেলে অবজারভার রয়েছেন।সিপাহীজলা জেলায় সর্বমোট অ্যান্টিজেন টেস্টিং সেন্টার রয়েছে ২০ টি। এই সেন্টার গুলিতে ডাটা এন্টি অপারেটর রয়েছে। ৫৫১ টি টিমের মধ্যে চারজন করে যেমন পঞ্চায়েত সচিব আরপিএম অর্থাৎ রুরাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং আশা কর্মী এবং অঙ্গনারী কর্মী এবং এম পি ডব্লিউরা সোমবার সকাল থেকে শুরু করে দিয়েছেন হাউজ হোল্ড সার্ভে।সীপাহিজলা জেলার চড়িলাম বিধানসভার দুটি পঞ্চায়েতের মোট ৫১০ জনের সার্ভে করা হয়।উত্তর চড়িলাম এবং আড়ালিয়া পঞ্চায়েত এর তিনটি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাঁচজনের সেম্পল টেস্ট করা হয়।
তাদের সকলের কোভিড -১৯ নেগেটিভ আসে। উত্তর চড়িলাম উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দঃ চড়িলামের পাঁচজনের টেস্ট করান লেব্রুটরী টেকনিশিয়ান সংগীতা দত্ত।তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অভিজিৎ সাহা(আয়ুর্বেদ) এবং উত্তর চড়িলাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এমপিডব্লিও অর্পিতা পাল।যাদের পরীক্ষা করা হয়েছিল তাদের সকলের বয়স ছিলো সত্তোরোদ্ধ।নেগেটিভ আসায় তারা সকলেই আনন্দিত ও খুশি হয়ে বাড়িতে ফি রে যায়।এন্টিজেন টেষ্ট করানো হয়েছে বলে জানান এমপিডব্লিও অর্পিতা পাল।

চিকিৎসায় গাফিলতিরে অভিযোগ খারিজ করল গোমতী জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। গোমতী জেলা হাসপাতালের পায়েল দেবনাথ নামে এক রোগীর চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে বলে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গোমতী জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন।এ বিষয়ে স্পষ্ট করন দিতে গিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন গোমতী জেলা হাসপাতালের পায়েল দেবনাথকে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ব্যবস্থাপত্রে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র এনে দেওয়ার জন্য লিখে দেওয়া হয়েছে। রোগিনীর চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে।কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পায়েল দেবনাথ নামে ওই রোগিণী চিকিৎসায় তেমন কোনো সাড়া দেয়নি। স্বাভাবিক কারণেই চিকিৎয় সাড়া না দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে পায়েল দেবনাথ নামে রোগিনী। এক্ষেত্রে চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীদের কোন ধরনের গাফিলতির নেই বলে জোরালো দাবি করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। গোমতী জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের সোনাম বিনষ্ট করার লক্ষ্যেই এ ধরনের অভিযোগ আনা হচ্ছে বলে পাল্টা অভিযোগ করেছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। রোগীনির মৃত্যু ঘিরে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে গোমতী জেলা হাসপাতালে।জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা আরো দাবি করেছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসকরা সেবা ধর্মে অনড় রয়েছেন।হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে অবহেলা কিংবা ভুল চিকিৎসার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না বলে পাল্টা দাবি করা হয়েছে।

দেশকে সুরক্ষিত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে সিআরপিএফ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর হোক অথবা ছত্তিশগড়, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সর্বদাই কর্তব্যে অবিচল সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর জওয়ানরা। কর্তব্যের প্রতি সিআরপিএফ জওয়ানদের নিষ্ঠা অতুলনীয়। ৮২ তম উত্থাপন দিবসে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এর সমস্ত জওয়ানদের কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর মতে, দেশকে সুরক্ষিত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে সিআরপিএফ।
সোমবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ”৮২ তম উত্থাপন দিবসে সিআরপিএফ-এর সমস্ত জওয়ানদের শুভেচ্ছা। আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে সিআরপিএফ। এই বাহিনীর সাহস এবং পেশাদারিত্ব প্রশংসনীয়।” আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লেখেন, ভবিষ্যতে আরও উচ্চতা অর্জন করুক সিআরপিএফ, এমনটাই আশা করছি।

ফের রেকর্ড গড়ল ভারত, ২৪ ঘন্টায় ৫.১৫ লক্ষের বেশি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): কোভিড-১৯ পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫.১৫ লক্ষের বেশি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে এক দিনে (রবিবার সারা দিনে) ৫,১৫,০০০-রও বেশি কোভিড-১৯ টেস্ট করা হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৫,১৫,৪৭২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।
করোনা-সংক্রমণের সঙ্গে তালে-তাল মিলিয়ে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ২৬ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৬৮,০৬,৮০৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২৪ জুলাই ৫,১৫,৪৭২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৫৫,১৮৭, আমেরিকায় মৃত্যু বেড়ে ১৪৬,৯০৯

ওয়াশিংটন, ২৭ জুলাই (হি.স.): আমেরিকায় ২৪ ঘন্টাতেই নতুন করে কোভিড-২৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ৫৫,১৮৭ জন। খানিকটা স্বস্তি দিয়ে আমেরিকায় ৬০ হাজারের নিচে নামল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারা দিনে) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫,১৮৭ জন মানুষ। ফলে মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪,২২৯,৬২৪-এ পৌঁছেছে। গোটা বিশ্বের মধ্যে মৃত্যু ও আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে থাকা, আমেরিকায় মৃত্যু-মিছিলও অব্যাহত।

ছয়ের পাতায় দেখুন

জিয়লছড়ায় যান দূর্ঘটনায় গুরুতর জখন এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ধলাই জেলার আমবাসা র জিয়লছড়ায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে রবিবার একটি লরি ও স্কুটির মধ্যে সংঘর্ষে একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহতের নাম গান্ধী সিং মলসম। জানা যায় একটি দ্রুতগামী লরি অপর দিক থেকে আসা একটি স্কুটিকে ধাক্কা দেয়। তাতে স্কুটি নিয়ে ছিটকে পড়ে স্কুটির চালক গুরুতর ভাবে আহত হন। স্থানীয় লোকরা চালককে আটক করেন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজনেরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন।দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত স্কুটিচালক গান্ধী মলসম কে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে স্কুটি চালায় জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ ছুটে এসে এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। স্কুটি এবং লরি আটক করেছে পুলিশ।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন লড়ি চালকের দ্রুতগামীতা এবং অসাবধানতার কারণেই তোর টনাটি ঘটেছে। উল্লেখ্য জাতীয় সড়কে প্রায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটে চলছে। তাতে প্রাণহানি এবং পঙ্গুত্বের ঘটনা ঘটে চলছে। দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘজীবী ও সুস্থ থাকুন, উদ্ধবকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা-বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরে-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শিবসেনা সুপ্রিমোর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার টুইট করে শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ”জন্মদিনের মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে-কে শুভেচ্ছা। উদ্ধবজির দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।”১৯৬০ সালের ২৭ জুলাই মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উদ্ধব ঠাকরে। ৬০ বছর বয়সী উদ্ধবকে এদিন টুইট করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাংসদ প্রফুল প্যাটেল, মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার প্রমুখ।

৭ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৬৩১ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৩৬,৮৭৮

জয়পুর, ২৭ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, এক ধাক্কায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪৪৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নতুন করে ৪৪৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৬,৮৭৮। সোমবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৪৪৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, সুস্থ হয়েছেন ১৬৯ জন। আক্রান্ত ৪৪৮ জনের মধ্যে আজমের-এ ৪৩ জন, আলওয়ারে ১৩০

ছয়ের পাতায় দেখুন

লেফুঙ্গায় বাজার শেডের বেহাল অবস্থা, হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। লেফুঙ্গা অভি চরণ বাজারের বাজার স্যাড ঘরটি দীর্ঘদিন ধরেই বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায়ীরা এই বাজার স্যাড এর মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য বাজারের অধিকাংশই উপজাতি অংশের ব্যবসায়ী। ক্রেতা বিক্রেতাদের সিংহভাগ অংশের মানুষ। বহু বছর আগে অভি চরণ বাজারে বাজার তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে এই বাজার স্যাড ভর্তি আর কোনদিন সংস্কার করা হয়নি। ঘরের ঘটিগুলি ভেঙ্গে গেছে। ঝড় তুফানে যেকোনো সময় এটি ভেঙে পড়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।বাজার সেড্ড ঘরটি সংস্কারের জন্য বহুবার ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণ সরকারের এবং স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।কিন্তু এটি সংস্কারের জন্য সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি ছাড়া বাস্তবে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে ক্ষোভ ধুময়িত হচ্ছে। সরকার বদল হওয়ার পর স্থানীয় নেতা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছেও বাজার শেড্ড সংস্কারের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা এটি পরিদর্শন করেছেন। নতুন করে সে ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই আশ্বাসবাণী আজও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে ব্যবসায়ী এবং সাধারন জনমনে ক্ষোভ আরো চাঙ্গা হচ্ছে। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার বাজারে সে ঘর নির্মাণ করা নিয়ে প্রশাসনের এ ধরনের গাফিলতির ঘটনায় সাধারণ মানুষজন।ঝড় বৃষ্টিতে কোন ধরনের অঘটন ঘটলে প্রশাসন এবং সরকারকে এজন্য দায়ী থাকতে হবে বলেও এলাকাবাসীর অভি মত।

অমরপুরের থাকছড়ায় মাছ বোঝাই গাড়ি বাজেয়াপ্ত কর পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। অমরপুরের থাকছড়ায় একটি মাছ বোঝাই গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গেছে ডুম্বুর জলাশয় থেকে মাছ চুরি করে পাচারের উদ্দেশ্যে ওই গাড়িতে করে নিয়ে আসা হচ্ছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ থাকছড়ায় মাছ বোঝাই গাড়িটি আটক করে। গাড়ি চালক এবং সহ চালককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।উদ্ধার করা মাছগুলো মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মাছগুলো ন্যায্যমূল্যে বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মৎস্য দপ্তর। উল্লেখ্য ডুম্বুর জলাশয় থেকে প্রায় প্রতিদিন মাছ চুরি করে অমরপুর উদয়পুর আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করা হচ্ছে। এ ধরনের কার্যকলাপের ফলে একদিকে যেমন মৎস্যজীবীরা আর্থিক দিকে হয় ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে, ঠিক তেমনি মৎস্য দপ্তর ও রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ডুম্বুর জলাশয় থেকে মাছ চুরির ঘটনা প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় মৎস্য চাষীরা জোর দাবি জানিয়েছেন। অপর একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে ডুম্বুর জলাশয় থেকে মাছ চুরির ঘটনায় স্থানীয় প্রভাবশালী একটি জড়িত রয়েছে। এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর যোগসাজশে প্রতিনিয়ত ডুম্বুর জলাশয় এর মাছ অন্যত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে এই গোষ্ঠীকে প্রতিহত করা কঠিন কোন বিষয় নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসতে পারে বলেও মহলটির অভিমত। সে কারণেই দীর্ঘদিন ধরে ডুম্বুর জলাশয় এর সুস্বাদু মাছ পাচার হয়ে গেলেও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না প্রশাসন। তবে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ মাছ বোঝাই গাড়ি আটক করায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছে বিভিন্ন মহল।

লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগানে শ্রমিক ছাঁটাইকে ঘিরে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। সদর উত্তরের লক্ষ্মী লুঙ্গা চা বাগানের এক স্থায়ী শ্রমিককে কাজ থেকে অনৈতিকভাবে ছাঁটাইয়ের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ছাঁটাই হওয়া ওই শ্রমিকের নাম অনিল সত্নামি। বর্তমানে লোকজন পরিস্থিতিতে কাজ হারিয়ে অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছে ও শ্রমিক পরিবার।জানা যায় বাগান কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে২০১৮ সালে তার কাছ থেকে স্থায়ী শ্রমিকের স্বীকৃতি পত্র কেড়ে নেয়। অশিক্ষিত ওই শ্রমিক বিষয়টি প্রথমে বুঝতে পারেন। যখন তাকে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তখনই সে বিষয়টি বুঝতে পারে।বার বার কাজের দাবি জানালে বাগান কর্তৃপক্ষ তাকে অস্থায়ী শ্রমিক শ্রমিক হিসেবে মাঝেমধ্যে কাজের সুযোগ দিয়ে আসছিল বলে জানা গেছে।বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার কারণে শ্রমিক পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে নজরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে এই অসহায় শ্রমিক পরিবার।উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন চা বাগানে শ্রমিকদের সঙ্গে বাগান কর্তৃপক্ষ নানা কৌশলে নানা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। চা বাগান শ্রমিকদের তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। ফলে বিভিন্ন ফন্দি তারা বুঝতে পারছে না। তাঁতের সেই সরলতা ও অসহায়ত্বের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের মালিক কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ঠকিয়ে চলেছে।বিভিন্ন চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সহ নানা অভিযোগ রয়েছে।অসহায় এসব চা বাগান শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শ্রমিক সংগঠনের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছে এইসব চা বাগানের শ্রমিকরা।সম দপ্তর এসব শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না। ফলে বিশেষ করে চা বাগান শ্রমিকরা বছরের পর বছর বঞ্চিত হয়ে আসছে।

দুষ্কৃতিকারীর দুষ্টচক্রের শিকার নীরহ কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুলাই।। দুষ্কৃতিকারীর দুষ্টচক্রের শিকার হল এক নীরহ কৃষক। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়।জানা যায় গকুল নগর এলাকার স্থানীয় এক কৃষক (কাদির মিয়া) বেশ কয়েক বছর ধরে কৃষি কাজ করে তার পরিবার প্রতিপালন করে আসছেন। এরমধ্যে এক কানি জমির মধ্যে দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে লাউ গাছ লাগান। গাছগুলির আকার ও বেশ বড় হয়। আর কিছুদিনের মধ্যে ফল দেওয়া শুরু হয়ে যেত। কিন্তু কিছু দুষ্টচক্রের নজরে চলে আসে কাদির মিয়ার এই লাউ গাছের জমিটি। গতকাল রাতের আধাঁরে দুষ্টু চক্রটি কাদির মিয়ার কৃষি জমিতে প্রবেশ করে সিংহভাগই ফসল কেটে দেয়।সোমবার সকালে বিষয়টি নজরে আসলে কৃষক কাদির মিয়া কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তখন ছুটে আসে পার্শবর্তী এলাকায়। মানুষজন খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধান। কিন্তু এই কৃষকের কৃষিজমি দেখে সবাই হতবাক। কেমন করে মানুষ এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা সংগঠিত করতে পারে। কেউ মেনে নিতে পারছে না।কৃষক কাদির মিয়া বলেন তার যতটুকু জমানো টাকা ছিল সবটাই তার এই কৃষি জমিতে খরচ করে দিয়েছেন। বর্তমানে তার পরিবার প্রতিপালনের জন্য আর কোন রাস্তা নেই।

করবুকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতিরে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। করবুকের চেরাইমন পাড়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ করেছেন স্থানীয় জনগণ।জানা গেছে লকডাউন চলাকালে এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অধীনে শিশু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করার কথা থাকলেও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী

ছয়ের পাতায় দেখুন

১৪ লক্ষ ছাড়াল আক্রান্তের সংখ্যা, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৩২,৭৭১ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): সংক্রমণ ও মৃত্যু থামার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না ভারতে। প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা।
বাড়তে বাড়তে সোমবার ভারতে ১৪ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। ভারতে শেষ ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সারা দিনে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৯,৯৩১ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩২,৭৭১ জন এবং সংক্রমিত ১৪,৩৫,৪৫৩ জন।
এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯,১৭,৫৬৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ১১৪।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৩২,৭৭১ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ১,০৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৭৯ জন, বিহারে ২৪৪ জনের, চন্ডীগড়ে ১৩ জন, ছত্তিশগড়ে ৪৩ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু”জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩,৮২৭ জনের, গোয়া ৩৫ জন, গুজরাটে ২,৩২৬ জনের, হরিয়ানায় ৩৯২ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১২ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৩১২ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৮৫ জনের, কর্ণাটকে ১,৮৭৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৬১ জন, লাদাখে দু”জন, মধ্যপ্রদেশে ৮১১ জন, মহারাষ্ট্রে ১৩,৬৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে ৫ জন, নাগাল্যান্ডে ৪ জন, ওড়িশায় ১৪০ জনের, পুদুচেরিতে ৪০ জন, পঞ্জাবে ৩০৬ জন, রাজস্থানে ৬২১ জনের, তামিলনাড়ুতে ৩,৪৯৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৬৩ জন, ত্রিপুরায় ১৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ৬৩ জন, উত্তর প্রদেশে ১,৪২৬ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১,৩৭২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মৃত্যু ও আক্রান্তের নিরিখে এখনও সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র।
মহারাষ্ট্র ছাড়াও দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা সত্যই উদ্বেগজনক। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭,৫৭,৯৯-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১৩,০৬,০৬, গুজরাটে ৫৫,৮২২, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৮,৭১৮, উত্তর প্রদেশে ৬৬,৯৮৮ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২১৩,৭২৩।
করোনা-সংক্রমণের সঙ্গে তালে-তাল মিলিয়ে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা।
২৬ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৬৮,০৬,৮০৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২৬ জুলাই ৫,১৫,৪৭২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।